ANNUAL REPORT 2023-2024

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

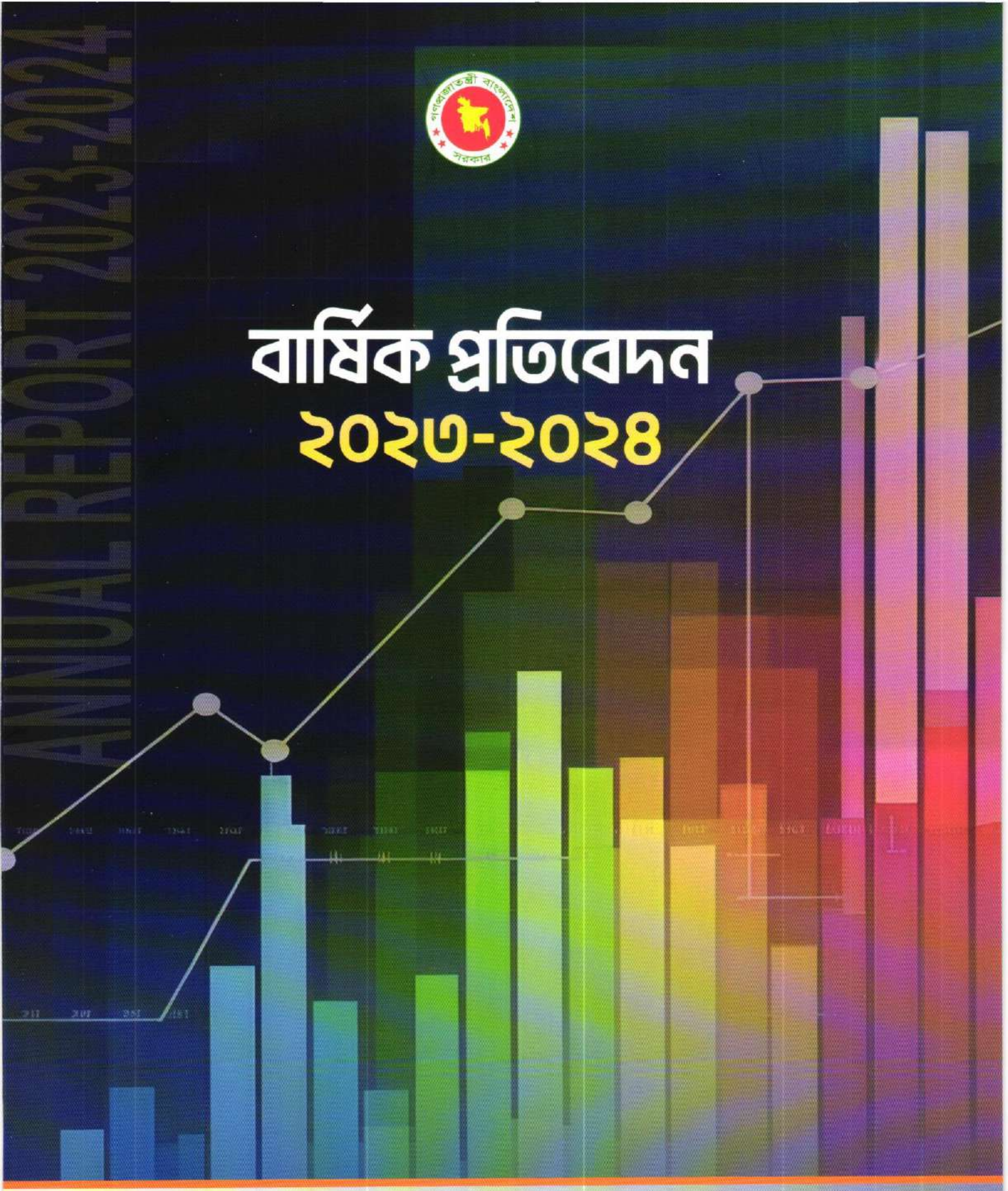

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৩-২০২৪

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া
মাননীয় উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৃষ্ঠপোষক
মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী
সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা
ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান
মহাপরিচালক(গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রধান সম্পাদক
এম এ আখের
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সম্পাদক মণ্ডলী
মোঃ আতিকুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশাসন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
মোঃ মিজানুর রহমান, উপপরিচালক (প্রকাশনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
মোঃ হামিদুর রহমান, উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
কে. এম জাহিদ হোসেন, উপপরিচালক (অর্থ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
শাহাব উদ্দিন সরকার, উপপরিচালক (বাস্তবায়ন), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
মোঃ আমিরুল ইসলাম, সহকারী পরিচালক (প্রকাশনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

প্রচ্ছদ
মোঃ নূর-ই-আহসান

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ শাহজাহান ভূঞা
ডাটা এন্ট্রি অপারেটর

আলোকচিত্রী
মোঃ লুৎফর রহমান

উপদেষ্টা
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪) প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। বাংলাদেশের ইতিহাস যুবদের গৌরবময় অবদানে ভাস্বর। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন থেকে ভাষা-আন্দোলন, স্বাধীনতার সংগ্রাম ও মহান মুক্তিযুদ্ধসহ সকল গণতান্ত্রিক সংগ্রামে এবং জুলাই-আগস্ট ২০২৪-এ বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মাধ্যমে অবৈধ ও স্বৈরাচার সরকারের পতন ও একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গণতান্ত্রিক পরিবেশের উত্তরণে যুবসমাজের আত্মত্যাগ আমাদের গর্বিত করে।

জাতিসংঘ ঘোষিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি)' সূচক ৮.৬.১ এবং ৮.খ.১ এর লিড মন্ত্রণালয় হিসেবে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কাজ করছে। সূচক ৮.৬.১ অনুযায়ী দেশের ১৫-২৪ বছর বয়সসীমার যুব জনগোষ্ঠীর মধ্যে NEET (Not in Education, Employment or Traning) জনসংখ্যাকে (ভিত্তিবছর ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ২৮.৮৮%) ২০২৫ সালে ১২% এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৩% এ নামিয়ে আনার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

সবার জন্য আধুনিক ও গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে যুবদের মানসম্মত প্রশিক্ষণ, দক্ষতাবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, জঙ্গিবাদ ও মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুবসংগঠনের মাধ্যমে স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রম যেমন-পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান, রক্তদান কর্মসূচি, প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সহায়তা প্রদান, মাদকের অপব্যবহার রোধ, বাল্যবিবাহ ও যৌতুকপ্রথা বিরোধী আন্দোলনসহ সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচি সাফল্যের সাথে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। সম্প্রতি বন্যাদুর্গত এগারোটি জেলার বানভাসী মানুষের জন্য যুব সংগঠনদের পক্ষ থেকে উদ্ধার তৎপরতা পরিচালনা ও ত্রাণ সহায়তা প্রদান অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়িত যুব কার্যক্রম বিষয়ে বার্ষিক এ প্রতিবেদন সরকারি কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার পরিচায়ক। বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত তথ্য-উপাত্ত ও তথ্যচিত্রের মাধ্যমে যুবসমাজ ও অংশীজনদের জানার পরিধি আরো বিস্তৃতি ঘটবে বলে প্রত্যাশা করি।

ছাত্র আন্দোলনের ফসল হিসেবে দেশ পুনর্গঠনে যুব সমাজকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত ও কর্মদক্ষ যুব সমাজ সৃষ্টিতে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে রূপরেখা প্রণয়ন করা হচ্ছে। বিভিন্ন সেক্টরে সংস্কারের ক্ষেত্র চিহ্নিত করে উন্নয়ন ভাবনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মকান্ডের তথ্যাদি এবং আগামী দিনে গৃহীতব্য বিভিন্ন কর্মসূচির তথ্যাদি সন্নিবেশিত হওয়ায় দেশের যুবসমাজ ও এর সাথে সংশ্লিষ্ট অংশীজন উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমি এ প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া

সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

প্রাণচাঞ্চল্যে উৎসারিত যুব সমাজই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান নিয়ামক। ছাত্র জনতার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবর্তিত বর্তমান সরকার কর্তৃক কর্মসংস্থানের গুরুত্ব অনুসারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে দারিদ্র্য, অপুষ্টি, ক্ষুধা, নিরক্ষরতা, শোষণ, দুর্নীতি ও বেকারত্ব দূরীকরণ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ এবং টেকসই উন্নয়নে আমাদের যুব সমাজের সম্পৃক্ততা ও নেতৃত্ব অপরিহার্য।

দেশের যুব সমাজকে বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে নিয়োজিত করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলা সর্বোপরি তাদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল কর্মসূচি দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে।

যুব সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত করার নিমিত্ত তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্যাটাগরি, বৃত্তিমূলক এবং কৃষিভিত্তিক বহুমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মিলিয়ে তরুণ সমাজকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করে গড়ে তোলার জন্য যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কোর্স অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

যুব সংগঠনসমূহের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও কার্যকর করতে ৫০৬৩টি নিবন্ধিত ও ২৩৭৫টি স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠন রয়েছে। এসব সংগঠনের মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রতিবছর যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে সফল আত্মকর্মী এবং শ্রেষ্ঠ যুব সংগঠক ক্যাটাগরিতে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে যুবদের অনুপ্রাণিত করা হয়।

প্রকাশিত এ প্রতিবেদনটি একদিকে যেমন যুব কার্যক্রম পরিচালনায় একটি দর্পনের ভূমিকা রেখে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে, অপরদিকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে সকলকে অবহিত করবে বলে আশা করি।

সরকার জুলাই বিপ্লবের চেতনাকে ধারণ করে দেশের সকল নাগরিকের জন্য সমান সুযোগ সৃষ্টি ও বৈষম্য দূরীকরণের মাধ্যমে নতুন বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে কাজ করছে। এ লক্ষ্যে, নতুন বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনায় নবীনদের জন্য একটি শক্তিশালী কাঠামো গড়ে তুলতে সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাণচাঞ্চল্যে উৎসারিত যুব সমাজই জাতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির প্রধান চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করবে বলে আমি আশা করি।

পরিশেষে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশনার সাথে জড়িত সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই।

মোঃ রেজাউল মাকছুদ জাহেদী

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২২ আশ্বিন ১৪৩১
০৭ অক্টোবর ২০২৪

বাণী

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

তথ্যপ্রাপ্তি জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার। অবাধ তথ্য প্রবাহ উন্নয়নের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। জনসাধারণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশের বাধ্যবাধকতা থেকে প্রতিবছর যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলীর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী সম্পাদিত কার্যাবলী ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর আধুনিক বাংলাদেশ বিনির্মাণে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সকলস্তরে জনসংখ্যার সর্বাপেক্ষা সৃজনশীল ও উদ্যমী অংশ হিসেবে যুবদের অংশগ্রহণের কোনো বিকল্প নেই। যুবদের মেধা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা একটি জাতির সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপথকে করে পরিচালিত। বাংলাদেশের যুব সমাজকে প্রায়োগিক দক্ষতায় দীক্ষিত করে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি এবং আগামীতে যুব কল্যাণে কি কি কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে সেসব বিষয়ের তথ্য এ বার্ষিক প্রতিবেদনে সন্নিবেশিত হয়েছে। এছাড়া আগামী দিনে যুব কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যে সকল প্রকল্প বাস্তবায়ন করবে তার তথ্যাদিও প্রতিবেদনে লিপিবদ্ধ আছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তথা যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের আওতায় দেশের উন্নয়নের প্রতিটি ক্ষেত্রে যুবসমাজের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। যুবদের জন্য গৃহীত কার্যক্রমের মধ্যে উদ্বুদ্ধকরণ, যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ, আত্মকর্মসংস্থান, ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ, উদ্যোক্তা উন্নয়ন উল্লেখযোগ্য। ১৮ হতে ৩৫ বছর বয়সী যুবদেরকে নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সহায়ক ও যুববান্ধব কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২ লক্ষ ৭২ হাজার ১৬৪ জন যুব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৭১ লক্ষ ৮৩ হাজার ২৭৬ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৩৮২১৬ জনকে ১৪২ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা যুব ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১০ লক্ষ ৭৫ হাজার ৬৯ জন যুবকে ২ হাজার ৫শত ৬০ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা যুবঋণ বিতরণ করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৫১৭৫৬ জন যুব আত্মকর্মীহিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৪ লক্ষ ৩৩ হাজার ৭৫৬ জন যুব আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে স্বাবলম্বী হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের আওতায় ৮২২টি যুব সংগঠনকে নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ২৩ হাজারের অধিক যুব সংগঠনকে তালিকাভুক্ত/নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৫০টি যুব সংগঠনকে ৪ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ১৬৫১৮টি যুব সংগঠনকে ৩৬ কোটি ৩৫ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা অনুদান প্রদান করা হয়েছে।

এছাড়া, বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচির মাধ্যমে যুব সমাজের জন্য শোভন কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে সার্বিক যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সচেতন সকল মহলের পরামর্শ ও সহযোগিতা কাম্য।

আমি বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২২৩-২০২৪ প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান

২২ আশ্বিন ১৪৩১
০৭ অক্টোবর ২০২৪

সম্পাদকীয়

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

ছাত্র জনতার গণআন্দোলনের ফসল বৈষম্যহীন ও দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে যুব সমাজের উন্নয়নের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দেশের জনগোষ্ঠীর এক-তৃতীয়াংশ যুবদের বেকারত্বের হাত থেকে রক্ষা করে উৎপাদনশীল কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করে আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে বাস্তবায়িত যুব কার্যক্রম বিষয়ে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। যুব বান্ধব সরকারের গৃহীত বিভিন্ন যুব উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে দেশের যুব সমাজ এ প্রতিবেদন থেকে সম্যক ধারণা পাবে বলে আমার বিশ্বাস।

২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশে সর্বাগ্রে অশেষ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা এবং সচিব মহোদয়ের প্রতি। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান, মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এর প্রতি তাঁর সার্বিক দিক নির্দেশনার জন্য। আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাই প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি। যথাযথ সতর্কতা সত্ত্বেও প্রতিবেদনে অনিচ্ছাকৃত ভুলত্রুটি এবং মুদ্রণ প্রকাশ থেকে যেতে পারে। এর জন্য আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি।

প্রতিবছর মহাপরিচালক (গ্রেড-১) এবং যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের মাঝে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি মোতাবেক সম্পাদিত কার্যের অগ্রগতি যুব সমাজ ও অংশীজনের জ্ঞাতার্থে বার্ষিক প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৩-২০২৪ প্রকাশ প্রশংসার দাবী রাখে। বার্ষিক প্রতিবেদনটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হলে তবেই আমাদের পরিশ্রম সার্থক হবে।

এ প্রতিবেদন সংকলন ও প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(এম এ আখের)
যুগ্মসচিব
পরিচালক (প্রশাসন)
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

সূচিপত্র

ক্রঃ নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
১।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি	১৩
২।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন ও মিশন	১৩
৩।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যাবলী ও উদ্দেশ্য	১৩
৪।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো	১৪
৫।	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন	১৪
৬।	বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমুহ	১৪
৭।	ঋণ কার্যক্রম	২৪-২৬
৮।	খ) ঋণ কার্যক্রম ও কর্মসংস্থান কর্মসূচিদ	২৭-২৯
	গ) কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩০-৩২
	ঘ) আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র	৩৩-৩৪
৯।	চলমান প্রকল্পসমুহের কার্যক্রমের অগ্রগতি	৩২-৩৭
১০।	ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা	৩৮
১১।	যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট	৩৯-৪১
১২।	এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রম	৪০-৪১
১৩।	অন্যান্য কার্যক্রম	৪১-৪৩
১৩।	উপসংহার	৪৪

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পটভূমি

১৯৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে ১৯৮১ সালে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কার্যক্রম শুরু করে। ১৯৮২ সালে যুব উন্নয়ন মন্ত্রণালয়কে বিলুপ্ত করে শ্রম ও জনশক্তি মন্ত্রণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮৪ সালে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় নামে স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর যুব ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ একটি অধিদপ্তর।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ভিশন

- বাংলাদেশের উন্নয়ন ও গৌরব বৃদ্ধিতে সক্ষম, নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন আধুনিক জীবনমনস্ক যুবসমাজ।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মিশন

- জীবনের সর্বক্ষেত্রে যুবদের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিভার বিকাশ ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রাণালয়ের অধীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিম্নবর্ণিত কার্যাদি বাস্তবায়ন করে

- যুবদের দেশে-বিদেশে কর্মসংস্থান উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।
- প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণে ঋণ সহায়তা কার্যক্রম বাস্তবায়ন।
- আত্মকর্মী যুবদের উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা প্রদান।
- দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে যুবদের স্বেচ্ছায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালনা করা।
- যুবদেরকে দায়িত্বশীল, আত্মবিশ্বাসী ও মানবিক গুণাবলী অর্জনে উৎসাহ প্রদানে কর্মসূচি গ্রহণ।
- ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন অনুশীলনে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে উদ্ভাবন, সেবা সহজিকরণ এবং সেবা ডিজিটাইজকরণ।
- সফল আত্মকর্মী ও যুব সংগঠকদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং অন্যান্য যুবদের অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান।
- প্রান্তিক ও NEET যুব-জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ।

উদ্দেশ্যাবলি

- যুবদের ন্যায়নিষ্ঠ, আধুনিক জীবনবোধসম্পন্ন, আত্মমর্যাদাশীল ও ইতিবাচক মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা;
- যুবদের অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা;
- যুবদের মানবসম্পদে পরিণত করা;
- যুবদের মানসম্পন্ন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
- যুবদের যোগ্যতা অনুযায়ী পেশা ও কর্মের ব্যবস্থা করা;
- যুবদের অর্থনৈতিক ও সৃজনশীল কর্মোদ্যোগে এবং ক্ষমতায়নে উৎসাহিত করা;
- ক্ষমতায়নের মাধ্যমে যুবদের জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে সক্রিয় ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলা;
- স্থানীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- পরিবেশ সংরক্ষণ, জলবায়ু পরিবর্তন ও দুর্যোগ মোকাবিলাসহ জাতি গঠনমূলক কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবী হতে যুবদের উৎসাহিত করা
- সমাজের অনগ্রসর এবং শারীরিক-মানসিক বা অন্য যে কোনো প্রতিবন্ধকতার শিকার মানুষের প্রতি যুবসমাজকে সংবেদনশীল ও দায়িত্বশীল করে তোলা;
- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন যুবদের অধিকার নিশ্চিত করা;
- জীবনাচরণে মতাদর্শগত উগ্রতা ও আক্রমণাত্মক মনোভাব পরিহারে যুবদের উদ্বুদ্ধ করা;
- যুবদের মধ্যে উদার, অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও বৈশ্বিক চেতনা জাগ্রত করা;

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো

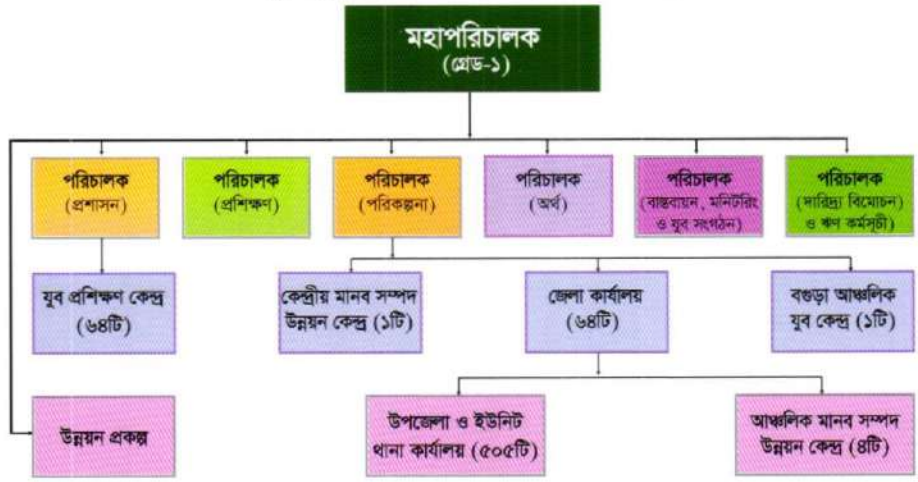

অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ/কর্মশালা/সেমিনার আয়োজন

ক্র. নং	বিষয়	ভেন্যু/সংস্থা	সংখ্যা
১	৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ	প্রধান কার্যালয়	২১০ জন
২	দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ	কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র সাভার	৭৭৫ জন
৩	কর্মশালা	দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ উইং	৮ টি
৪	কর্মশালা	প্রশিক্ষণ উইং	৮ টি

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে বাস্তবায়িত উত্তম চর্চাসমূহ

১। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে অনুষ্ঠিত সকল সভার নোটিশ, কার্যপত্র এবং কার্যবিবরণী গ্রুপ মেইলে প্রেরণ এবং ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়;

২। ই-নথি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন;

৩। অনলাইনভিত্তিক প্রশিক্ষণের ও ঋণের আবেদন গ্রহণ;

৪। মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ আদায়; এবং

৫। ঋণের অনলাইন রিপোর্টিং। ফলে, কাগজের ব্যবহার হ্রাস পেয়েছে, নথি সঞ্চালনে গতি বৃদ্ধি পেয়েছে, সময় অপচয় হ্রাস পেয়েছে এবং ব্যয় হ্রাস পেয়েছে;

যুব কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

১) যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

দেশের ১৮-৩৫ বছর বয়সী কর্মপ্রত্যাশী যুবপুরুষ ও যুবমহিলাদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মস্পৃহা জাগরণে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে এবং প্রয়োজনে ঋণ সহায়তা প্রদান করে প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দেশ বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিয়মিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মূলতঃ দু'ধরণের ক) প্রাতিষ্ঠানিক ও খ)। অপ্রাতিষ্ঠানিক। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর নিয়মিত প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর পাশাপাশি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড (বিআরডিবি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "পল্লী জীবিকায়ন প্রকল্প-৩য় পর্যায়" শীর্ষক প্রকল্প, মডার্ন হারবাল গ্রুপ, ইনফরমেশন টেকনিক্যাল ভিশন সোসাইটিসহ বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সাথে সমঝোতা স্বাক্ষরের মাধ্যমে দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করে আসছে। এছাড়া বিশ্ব ব্যাংক, আইএলও, ইউএসএইড-সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান সংস্থার সাথেও যুগপৎভাবে যুবদের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।

যুবদের দক্ষতাবৃদ্ধিমলূক প্রশিক্ষণ ছাড়াও কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকায় অধিদপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

ইলেকট্রনিকস প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কর্মদক্ষ করে গড়ে তোলা, প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দেশি বিদেশি শ্রমবাজার উপযোগী যুবশক্তি গড়ে তোলা, সমাজে পিছিয়ে পড়া যুবগোষ্ঠীর (NEET) জন্য শোভন কর্মসংস্থানের উপযোগী সক্ষমতা প্রদানে সহায়তা করা, আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তায় পরিণত হওয়ার জন্য সক্ষম করা, প্রান্তিক যুবনারীদের দক্ষতাবৃদ্ধি ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের সক্ষমতা তৈরি করা।

ইলেকট্রিক্যাল প্রশিক্ষণ

মাঠ পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

জেলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অনাবাসিক:

দেশের ৬৪টি জেলা কার্যালয় প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৩০-৭০ জন। শ্রেণি কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষণ ল্যাবের সুবিধা আছে। উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে জেলা কার্যালয়ে কোর্সগুলো পরিচালিত হয়।

ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণ

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (আবাসিক):

- ৬৪টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কৃষি বিষয়ক আবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ;
- প্রতিটি বিষয়ে প্রতি ব্যাচে আসন সংখ্যা ৪০-৬০ জন, যা ১০০ জন পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যায়;
- শ্রেণি কক্ষ, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির সুবিধা আছে;
- হাতে-কলমে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য প্রশিক্ষণ ইউনিট রয়েছে;
- সকলের জন্য হোস্টেল এর সুবিধা রয়েছে; এবং
- কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কোর্সগুলো পরিচালিত হয়;

রেফ্রিজারেশন প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদেয় সুবিধা

আবাসিক প্রশিক্ষণে আবাসন সুবিধাসহ তিন বেলা খাবার বাবদ জনপ্রতি দৈনিক ১৫০/- টাকা প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান। অনাবাসিক প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণার্থীদের দৈনিক জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে যাতায়াত ভাতা প্রদান। দলিত, অটিস্টিক, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী যুবদের জন্য ৫% কোটাসহ ভর্তি ফি ব্যতীত প্রশিক্ষণ প্রদান। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান এবং প্রকল্প গ্রহণে ঋণ সহায়তা প্রদান।

প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন

১৮-৩৫ বছর বয়সী বেকার যুবক ও যুবনারী , অনগ্রসর যুবনারী (অগ্রাধিকার প্রাপ্ত) শারীরিক প্রতিবন্ধী/অটিস্টিক যুবক ও যুবনারী যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সদস্যবৃন্দ ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী

যুব প্রশিক্ষণের রিসোর্স পার্সন

ক. সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ও পেশাগতভাবে দক্ষ অতিথি বক্তা

খ. অধিদপ্তরের নিজস্ব প্রশিক্ষক

প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

ক. উদ্বুদ্ধকরণ, প্রদর্শন

খ. প্রশিক্ষণের বিভিন্ন উপকরণের ব্যবহার, হাতে-কলমে শিখন এবং অনুশীলন

গ. কেইস স্টাডি, রোল মডেল

ঘ. তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্লাশের অনুপাত: তাত্ত্বিক: ২০ ব্যবহারিক: ৮০

ঙ. উদ্ভাবনী এবং সৃজনশীল প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

চ. ইন্টার্নশিপ (ক্যাটারিং, হাউজকিপিং, টুরিস্ট গাইড)

জেলা পর্যায়ে উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ: (৪১টি ট্রেড)

ক) প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক)

খ) প্রাতিষ্ঠানিক (আবাসিক)

২০২৪-২৫ অর্থ বছরে জেলা কার্যালয়ের প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ৪৮৯৯৫ জন
যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ১৭৫১০ জন এবং
উপজেলা পর্যায়ের অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা : ২০৫৩২০ জন

অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ (৪২টি ট্রেড)

উপজেলা পর্যায়ে পরিচালনা করা হয়

- প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-১০ টি
- মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৮ টি
- কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৭ টি
- বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৬ টি
- ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৭ টি
- অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স-৪ টি

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে জেলা কার্যালয়ের আওতায় অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা: ২০৫৩২০ জন, অগ্রগতি: ২০৫২৩৮ জন।

২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণের সর্বমোট লক্ষ্যমাত্রা: ২৭১৭৬৫ জন, অগ্রগতি: ২৭১৮২৫ জন।

অনলাইন প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

অনলাইন ট্রেনিং এ্যাপ্লিকেশন এন্ড কোর্স ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রোগ্রাম এর আওতায় NISE প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রাতিষ্ঠানিক সকল প্রশিক্ষণ কোর্সে অনলাইন ভর্তি আবেদনসহ পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম অনলাইনে সম্পন্ন হচ্ছে। সফটওয়্যারটির কার্যক্রম ইতোমধ্যে ২৭টি জেলায় (খুলনা, কুমিল্লা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, বগুড়া জয়পুরহাট, বান্দরবান, মৌলভীবাজার, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, যশোর, পিরোজপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর, ফরিদপুর, ঢাকা, বরিশাল, গাজীপুর, ভোলা, শেরপুর, গোপালগঞ্জ, ঝিনাইদহ, শরীয়তপুর, রাজবাড়ী, বাগেরহাট ও মেহেরপুর) চলমান রয়েছে। চলতি বছরে অবশিষ্ট ৩৭টি জেলায় দ্রুত প্রশিক্ষণ আবেদন গ্রহণ অনলাইনে NISE সফটওয়্যারের মাধ্যমে করার জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ সেবা সহজীকরণ

প্রশিক্ষণ সেবা সহজিকরণের লক্ষ্যে এটুআই প্রোগ্রামের সহযোগিতায় প্রাথমিক পর্যায়ে গাজীপুর এবং জামালপুর জেলায় এ কার্যক্রম শুরু করা হয়। পরবর্তীতে আরো ১৬টি জেলায় (ঢাকা, নওগাঁ, টাঙ্গাইল, মানিকগঞ্জ, নেত্রকোনা, মুন্সিগঞ্জ, পাবনা, ঝিনাইদহ, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, জয়পুরহাট, দিনাজপুর, মৌলভীবাজার, ঝালকাঠি, বান্দরবান, চাঁপাইনবাবগঞ্জ) জেলায় ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে এবং ২০২১-২২ অর্থ বছরে আরো ২০টি জেলায় (চট্টগ্রাম, সিলেট, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, রংপুর, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, বগুড়া, ফরিদপুর, রাঙ্গামাটি, নোয়াখালী, বাগেরহাট, ভোলা, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম ও শেরপুর) শুরু করা হয়। এ কার্যক্রমের সুবিধাসমূহ :

ক. প্রশিক্ষণের শেষদিনে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র প্রদান নিশ্চিতকরণ। এতে প্রশিক্ষণার্থীদের সময়, অর্থ ও যাতায়াত সাশ্রয় হয়।

খ. প্রশিক্ষণ সংশ্লিষ্ট জনবলের কাজ যেমন রেজিস্ট্রেশন, টেবুলেশন, ট্রান্সক্রিপ্ট, সনদপত্র ইত্যাদি তৈরীর কাজের ধাপ কমিয়ে আনা।

গ. প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কাজের বিষয়ে প্রশিক্ষকদের প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত করা।

ঘ. সনদপত্র প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করা।

অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট

প্রাথমিকভাবে নিম্নবর্ণিত ০৮টি ট্রেডের অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

০১) কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন

০২) প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন

০৩) কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ

০৪) পোশাক তৈরি

০৫) ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং

০৬) ইলেকট্রনিক্স

০৭) রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং

০৮) সমন্বিত কৃষি বিষয়ক।

বর্ণিত ০৮টি ট্রেডের মধ্যে নিম্নবর্ণিত ০৩টি ট্রেডের ৫১টি অনলাইন ভিডিও কনটেন্ট প্রস্তুতির কাজ সম্পন্ন হয়েছে। তন্মধ্যে ১৬টি কনটেন্ট যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩৫টি কনটেন্ট অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে আপলোড প্রক্রিয়াধীন আছে।

০১) কম্পিউটার বেসিক অ্যান্ড আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন

০২) প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন

০৩) কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ।

মুক্তপাঠে সংযোজিত অনলাইন প্রশিক্ষণ ট্রেডসমূহ

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও ধ২র এর সহযোগিতায় মুক্তপাঠে অনলাইনে নিম্নলিখিত ট্রেডসমূহের ডিডিও কনটেন্ট আপলোড করা হয়েছে।

১. স্বল্প পুঁজিতে কোয়েল পালন

২. গরু মোটাতাজাকরণ

৩. ভার্মি কম্পোষ্ট তৈরি

৪. ব্লক প্রিন্টিং

৫. মাছের মিশ্র চাষ

৬. বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে পশুর চামড়া ছাড়ানো ও সংরক্ষণ।

প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে প্রশিক্ষণ ভাতা ও সনদপত্র বিতরণ করছেন, জনাব এ কে এম গালিভ খাঁন, জেলা প্রশাসক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ

প্রশিক্ষণ এবং আত্মকর্মসংস্থান অগ্রগতির তথ্য

১। সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত অর্জিত প্রশিক্ষণ = ৭১৮৩২৭৬জন।

২। সৃষ্টিলগ্ন থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত আত্মকর্মসংস্থান = ২৪ লক্ষ ২৬ হাজার ২৬০ জন।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে গড়ট স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ

১। মডার্ন হারবাল (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) = ২০৩৯৭ জন

২। আইটি ভিশন সোসাইটি (জুন ২০২৪ পর্যন্ত) = ৭৩৬৮ জন

সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

২০২৪-২৫ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা

১। যানবাহন প্রকল্প = ৮০০০ জন

২। ইমপ্যাক্ট (৩য় পর্যায়) প্রকল্প = ৪৬০০০ জন

৩। টেকাব প্রকল্প = ৩৩৬০ জন

৪। ফ্রিল্যান্সিং প্রকল্প = ৩২০০ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। কর্মপ্রত্যাশী যুবসমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে। জেলা পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

(ক) জেলা পর্যায় উপপরিচালক এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রশিক্ষণ , প্রশিক্ষণ ধরণ: প্রাতিষ্ঠানিক (অনাবাসিক)

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
	জেলা কার্যালয়						
ক)	**কম্পিউটার বিষয়ক**						
০১	কম্পিউটার বেসিক এন্ড আইসিটি এ্যাপিকেশন	৬ মাস	৭০	৭১টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০২	প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন কোর্স	৬ মাস	৫০	০৬টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	
০৩	মডার্ণ অফিস ম্যানেজমেন্ট এন্ড কম্পিউটার এ্যাপিকেশন	৬ মাস	৪০	৩৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৪	ফ্রি ল্যান্সিং/আউটসোর্সিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	২০	৩৮টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৫	ওয়েব ডিজাইন	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০-
০৬	ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
০৭	নেটওয়ার্কিং	১ মাস	২০	১৫টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
খ)	**লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
০৮	ইলেকট্রিক্যাল এন্ড হাউজওয়্যারিং	৬ মাস	৩০	৬০টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
০৯	ইলেকট্রনিক্স	৬ মাস	২৫	৬৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১০	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ারকন্ডিশনিং	৬ মাস	২৫	৫৩টি	অনাবাসিক	৩০০.০০	১০০
১১	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং এন্ড রিপেয়ারিং	১ মাস	২০	৩১টি	আবাসিক	১০০.০০	১০০
১২	ওয়েল্ডিং	১ মাস	২০	২০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	-
গ)	**বস্ত্র বিষয়ক**						
১৩	পোষাক তৈরী	৩ মাস	২৫	৬৬টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৪	বক বাটিক ও স্ক্রীণ প্রিন্টিং	৪ মাস	২৫	১০টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৫	ওভেন সুইং মেশিন অপারেটিং	২ মাস	২০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০.০০	১০০
১৬	ফ্যাশন ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৩০	০৮টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
১৭	পাটজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০
১৮	চামড়াজাত পণ্য তৈরি	১ মাস	২০	২০টি	আবাসিক	১০০	১০০
ঝ)	**ট্যুরিজম এন্ড হোটেল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
১৯	ক্যাটারিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	৬ মাস	৪০	০২টি	অনাবাসিক	১০০০.০০	১০০
২০	হাউজকিপিং, লন্ড্রি অপারেশন এন্ড কমিউনিকেটিভ ইংলিশ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৪০	০৪টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২১	সংক্ষিপ্ত হাউজকিপিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০২টি	আবাসিক	-	১০০
২২	ফ্রন্ট ডেস্ক ম্যানেজমেন্ট	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৩	টুরিষ্ট গাইড বিষয়ক প্রশিক্ষণ	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
ঞ)	**বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
২৪	বিউটিফিকেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	২০	২৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
চ)	**ল্যাংগুয়েজ প্রশিক্ষণ**						
২৫	আরবী ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
২৬	ইংরেজি ভাষা শিক্ষা	২ মাস	২০	০১টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
ঠ)	**অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
২৭	সেলসম্যানশীপ বিষয়ক প্রশিক্ষণকোর্স	২ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৮	ক্লিয়ারিং ফরওয়ার্ডিং	১৪ দিন	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	৫০০.০০	১০০
২৯	হস্তশিল্প তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৩০	০৩টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
৩০	ইয়ুথ কিচেন	১ মাস	২০	৪০টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০
৩১	ব্যানান ফাইবার এক্সট্রাক্ট	১৫দিন	২০	০৫টি	অনাবাসিক	১০০.০০	১০০

(খ) যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর/ডেপুটি কো-অর্ডিনেটর এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রাতিষ্ঠানিক (আবাসিক) প্রশিক্ষণ

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
ঘ)	**সমন্বিত কৃষি বিষয়ক**						
৩২	গবাদিপশু, হাঁস-মুরগী পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ	৩ মাস	৬০	৬৪টি	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩৩	কৃষি ও হর্টিকালচার প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০	৬৪টি	আবাসিক	১০০.০০	১৫০

নং	ট্রেডের নাম	মেয়াদ	ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	প্রশিক্ষণের ধরন	ভর্তি ফি	প্রশিক্ষণ ভাতা (দৈনিক)
ঙ)	**পশুপালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
৩৪	দুগ্ধবতি গাভী পালন ও গরু মোটাতাজাকরণ	১ মাস	৪০	৬৪টি (স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৩৫	ছাগল, ভেড়া, মহিষ পালন এবং গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা	১ মাস	৪০		আবাসিক		
৩৬	দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক		
চ)	**মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ**						
৩৭	মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ (স্বাদু পানি/কোস্টাল এরিয়া)	১ মাস	৪০	৬৪টি (স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে যেকোন ২টি বিষয়)	আবাসিক/ অনাবাসিক	১০০.০০	১৫০ (আবাসিক)
৩৮	চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
ছ)	**মুরগী পালন বিষয়ক**						
৩৯	মুরগী পালন ব্যবস্থাপনা, মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ, বাজারজাতকরণ ও বিপণন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	১০০.০০	১৫০
৪০	মাশরুম ও মৌ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
জ)	**ফুল ও ফল চাষ বিষয়ক**						
৪১	ফল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪২	ফুল চাষ (জারবেরা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪৩	অর্নামেন্টাল প্লান্ট উৎপাদন, বনসাই ও ইকেবানা প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০
৪৪	হাইড্রোপনিক্স বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	১ মাস	৪০		আবাসিক	২০০.০০	১৫০

উপজেলা পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

প্রশিক্ষণ টেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	যাতায়াত ভাতা
ক) **প্রাণিসম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স**			অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না।	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না।	জনপ্রতি দৈনিক ১০০ (একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)
১) পারিবারিক হাঁস-মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	নূন্যতম ৮ম শ্রেণি	৭দিন			
২) ব্রয়লার ও ককরেল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩) বাড়ন্ত মুরগি পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪) ছাগল পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৫) গরু মোটাতাজাকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৬) পারিবারিক গাভী পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৭) পশু পাখীর খাদ্য প্রস্তুত ও বাজারজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৮) পশু-পাখীর রোগ ও ইহার প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৯) কবুতর পালন বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১০) কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			

প্রশিক্ষণ টেড	শিক্ষাগত যোগ্যতা	মেয়াদ	ভর্তি ফি	জামানত	যাতায়াত ভাতা
খ) মৎস্য সম্পদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স			অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন ভর্তি ফি নেওয়া হয় না।	অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে কোন জামানত নেওয়া হয় না।	জনপ্রতি দৈনিক ১০০ (একশত) টাকা সাপ্তাহিক ছুটির দিন ব্যতীত)
১১) মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১২) সমন্বিত মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৩) মৌসুমী মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৪) মৎস্য পোনা চাষ (ধানী পোনা) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৫) মৎস্য হ্যাচারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৬) প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৭) গলদা ও বাগদা চিংড়ি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
১৮) শুটকী তৈরী ও সংরক্ষণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
গ) কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স		৭ দিন			
১৯) বসত বাড়ীতে সবজি চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২০) নার্সারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২১) ফুল চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২২) ফলের চাষ (লেবু,কলা, পেঁপে ইত্যাদি) বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৩) কম্পোষ্ট সার তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৪) গাছের কলম তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
২৫) ঔষধি গাছের চাষাবাদ বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
ঘ) বস্ত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	৭ দিন			
২৬) ব্লক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫দিন			
২৭) বাটিক প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৮) পোষাক তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
২৯) স্ক্রীণ প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			
৩০) স্প্রে প্রিন্টিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			
৩১) মনিপুরী তাঁত শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭দিন			
ঙ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স					
৩২) কাগজের ব্যাগ ও ঠোঙ্গা তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৩) বাঁশ,বেতের সামগ্রী তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৪) নকশীকাঁথা বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৫) কারুমোম বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৬) পাটজাত পণ্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭) চামড়াজাত পণ্য তৈরী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৩৭) চাইনিজ ও কনফেকশনারী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	১৫ দিন			
চ) অন্যান্য বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স					
৩৯) রিক্সা,সাইকেল,ভ্যান মেরামত বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪০) ওয়েল্ডিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪১) ফটোগ্রাফী বিষয়ক প্রশিক্ষণ	ঐ	৭ দিন			
৪২) সোলার প্যানেল স্থাপন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ঐ	৭ দিন	-	-	১০০/-

ঋণ কার্যক্রম

যুবদের সার্বিক কল্যাণে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর প্রশিক্ষিত যুবদের আয় সঞ্চারমূলক কাজে/আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিতকরণের লক্ষ্যে ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। প্রশিক্ষিত যুবরা ঋণ সহায়তা পেয়ে আর্থসামাজিক উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। প্রশিক্ষিত যুবদের ব্যাপকভাবে উৎপাদনমুখী কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর তিন ধরণের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে-

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি (একক ঋণ)

২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি (গ্রুপ ঋণ)

৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি

১. আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি: যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প স্থাপনের জন্য প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে স্টার্টআপ ক্যাপিটাল হিসাবে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ তহবিল থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। অধিদপ্তরের যে কোন ট্রেডে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুব তাদের স্ব-স্ব উপজেলা হতে ঋণ গ্রহণ করতে পারেন। প্রশিক্ষণের প্রকৃতিভেদে আত্মকর্ম ঋণ দুইরকম: প্রাতিষ্ঠানিক (জেলা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত) এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক (উপজেলা হতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত)। সারা দেশে ১০টি মেট্রোপলিটন ইউনিট থানা সহ ৫০৫টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই ঋণের পরিমাণ প্রশিক্ষণ ও প্রকল্পভেদে চল্লিশ হাজার টাকা হতে সর্বোচ্চ দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ত। ২ বছর থেকে ৩ বছর মেয়াদে মাসিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ প্রদান করা হয়।

২. পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি: প্রান্তিক যুবজনগোষ্ঠি যারা পশ্চাদপদতার কারণে অধিদপ্তরের দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ সুবিধা নিতে পারে না, তাদেরকে তাদের স্ব স্ব অবস্থানে রেখে একই পরিবার/নিকটতম প্রতিবেশী পরিবার হতে কর্মক্ষম ৫ জনের সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়, এরূপ ৭-১০ টি দল নিয়ে একটি কেন্দ্র গঠন করা হয়। কেন্দ্রের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত হতে ঋণ প্রদান করা হয়। কেন্দ্রের প্রত্যেক সদস্যকে ৫দিনের (২০ ঘন্টার) ঋণ ব্যবহার এবং বিভিন্ন সমাজিক ইস্যুতে সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সারাদেশে ৩৫০টি উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রক্রিয়ায় গ্রুপের প্রতি সদস্যকে আয় সঞ্চারমূলক কাজে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বারো হাজার হতে বিশ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ১ বছর মেয়াদে সাপ্তাহিক কিস্তিতে এই ঋণ পরিশোধ করতে হয়। এ ঋণের সার্ভিস চার্জ ৫% (ক্রমহ্রাসমান হারে)। এই কর্মসূচির আওতায় একজন ঋণীকে সর্বোচ্চ তিনবার ঋণ প্রদান করা হয়।

৩. যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি: এ কর্মসূচির মাধ্যমে অধিদপ্তরের কর্মপ্রচেষ্টায় সৃষ্ট একজন আত্মকর্মীকে উদ্যোক্তায় উপনীত করার লক্ষ্যে সর্বোচ্চ ৩.৫০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। প্রাথমিকভাবে ৮টি বিভাগীয় জেলায় সীমিত আকারে "যুব উদ্যোক্তা উন্নয়ন ঋণ" নামে এই ঋণ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে। ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে একযোগে প্রতিটি বিভাগীয় জেলায় এ কর্মসূচি শুরু করা হয়েছে।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ক্ষুদ্রঋণ, আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন শীর্ষক ময়মনসিংহ বিভাগের আঞ্চলিক কর্মশালা এবং আত্মকর্মী যুব উদ্যোক্তা সমাবেশে প্রধান অতিথি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (গ্রেড-১) ড. গাজী মোঃ সাইফুজ্জামান এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

টেবিল-১: ঋণ তহবিল সংক্রান্ত তথ্য

প্রশিক্ষণ টেড	মূলধন ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)	প্রবৃদ্ধি (লক্ষ টাকা)	মোট ঋণ তহবিল (লক্ষ টাকা)
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১১৭০৪.২১	১৯৭২৯.৭৭	৩১৪৩৩.৯৮
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৪৫৪৭.৯৯	৯৫৪৪.৮৬	১৪০৯২.৮৫
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৪০০.০০	৫৩.৩৬	৪৫৩.৩৬
মোট	১৬৬৫২.২০	২৯৩২৭.৯৯	৪৫৯৮০.১৯

টেবিল-২: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জনের তথ্য

বিভাগ	ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণের অগ্রগতি	হার
ঢাকা বিভাগ	৭১৯১	৭৪৩৯	১০৩%
ময়মনসিংহ বিভাগ	২৫৫১	২৯০৫	১১৪%
রাজশাহী বিভাগ	৪৮৯২	৬২৭৯	১২৮%
রংপুর বিভাগ	৪৪৮৪	৪১৫৯	৯৩%
বরিশাল বিভাগ	২৭৬৭	২৮৭১	১০৪%
খুলনা বিভাগ	৫৫১৭	৬৮২৮	১২৪%
চট্টগ্রাম বিভাগ	৬১৩৯	৬১৬৫	১০০%
সিলেট বিভাগ	১৪৬০	১৫৪৮	১০৬%
মোট	৩৫০০০	৩৮১৯৪	১০৯%

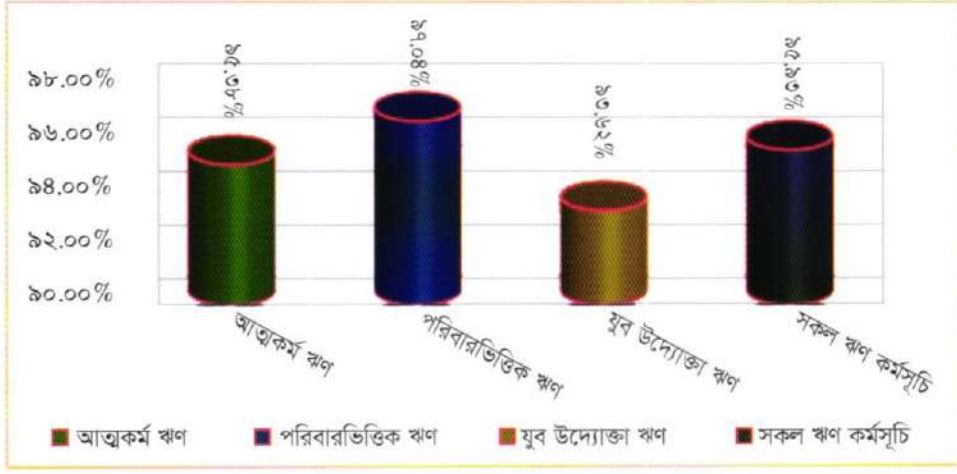

গ্রাফ-১.১: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন

গ্রাফ-১.২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের বিভাগওয়ারী ঋণ বিতরণের বিভাগওয়ারী অংশীদারিত্ব

টেবিল-৩: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মসূচিভিত্তিক ঋণ বিতরণের তথ্য

কর্মসুচি	ঋণ গ্রহিতা			বিতরণকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)
	যুবক	যুব নারী	মোট	
আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচি	১১৫৩৪	৯০৬৩	২০৫৯৭	১১৯০৪.৬১
পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসূচি	৯৭৮৭	৭৬৯০	১৭৪৭৭	২৩০৪.১৯
যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসূচি	৬৭	৫৩	১২০	২৫.৫০
মোট	২১৩৮৯	১৬৮০৫	৩৮১৯৪	১৪২৩৪.৩০

গ্রাফ-২: ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের কর্মসুচি ভিত্তিক ঋণ বিতরণ

টেবিল-৪: ঋণ আদায়ের তথ্য (লক্ষ টাকা)

বিবরণ	আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসুচি		পরিবারভিত্তিক ঋণ কর্মসুচি		যুব উদ্যোক্তা ঋণ কর্মসুচি		সকল কর্মসুচি	
	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত	চলমান মাস (জুন'২৪)	ক্রমপুঞ্জিত
আদায়যোগ্য ঋণ	১০০৮.৩৪	১৫৭১২৭.২৮	১৭১.৬০	৭৯৮৯০.৩৬	৭.৩০	২৫১.৪৭	১১৮৭.২৪	২৩৭২৬৯.১১
আদায়কৃত ঋণ	৯৪০.৮০	১৪৯৮৬৮.৮৬	১৬৪.৩৫	৭৭৫২৩.১৬	৬.৩০	২২৩.২৬	১১১১.৪৫	২২৭৬১৫.২৮
আদায়ের হার	৯৩.৩০%	৯৫.৩৮%	৯৫.৭৮%	৯৭.০৪%	৮৬.৩০%	৮৮.৭৮%	৯৩.৬২%	৯৫.৯৩%

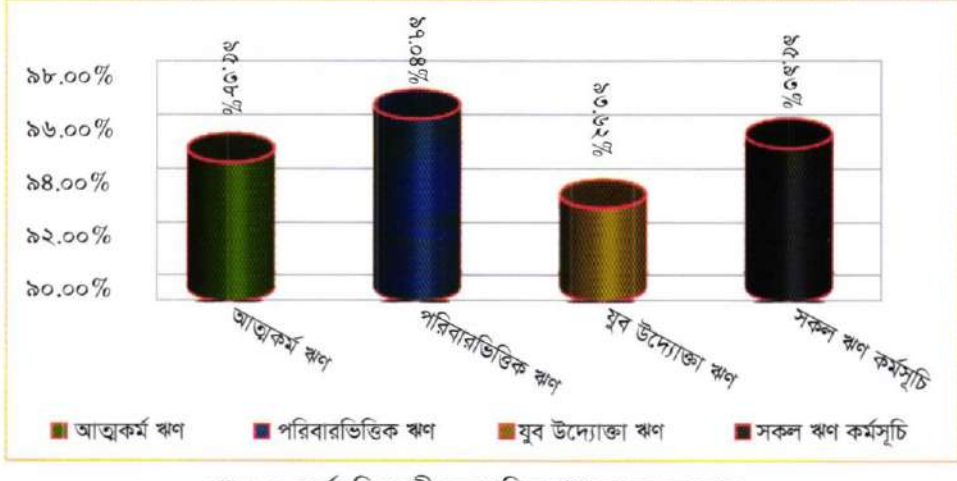

গ্রাফ-৩: কর্মসুচিওয়ারী ক্রমপুঞ্জিত ঋণ আদায়ের হার

ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা, জবাবদিহীতা নিশ্চিত করা এবং সুষ্ঠুভাবে উপজেলা পর্যায়ে ঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন করা হয়।

টেবিল-৬: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা

সম্পাদিত নিরীক্ষার সংখ্যা	জেলার নাম	উপজেলার নাম
	ময়মনসিংহ	গফরগাঁও
	জামালপুর	সরিষাবাড়ি
	কুড়িগ্রাম	চিলমারী, ফুলবাড়ী
	ঢাকা	নবাবগঞ্জ, ধানমন্ডি
	নারায়ণগঞ্জ	সোনারগাঁও
	খুলনা	পাইকগাছা
	টাঙ্গাইল	ভূয়াপুর
	নীলফামারী	ডিমলা
	পটুয়াখালী	দশমিনা
	মুন্সীগঞ্জ	লৌহজং
	কিশোরগঞ্জ	অষ্টগ্রাম

আত্মকর্মসংস্থান সৃজন: প্রশিক্ষিত যুবদের প্রশিক্ষণোত্তর স্ব-স্ব প্রশিক্ষণ বিষয়ে কাজে নিয়োজিত করার জন্য অধিদপ্তরের নিজস্ব ঋণ সুবিধার পাশাপাশি পরিবার হতে অর্থের সংস্থান করা, কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে সহায়তা প্রাপ্তিতে অব্যাহত সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে। এর ফলে প্রশিক্ষিত যুবগণ নিজেই নিজের কাজ তৈরীর ব্যবস্থা করছে এবং পরোক্ষভাবে তার প্রকল্পে একাধিক যুবকের কর্মসংস্থান তৈরী করছে। প্রকল্পে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা জাতীয় প্রবৃদ্ধিতে অবদান রাখছে।

অধিদপ্তরের শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবদের মধ্যে ২৪৩৩৭৫৬ জন যুব আত্মকর্মীতে পরিণত করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের আত্মকর্ম সৃজনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৪১০০০ জন, জুন ২০২৪ পর্যন্ত অর্জিত হয়েছে ৫১৭৫৬ জন।

ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালা:

প্রতিবছর বিভাগওয়ারী প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ে বাস্তবায়িত ঋণ ও আত্মকর্মসৃজন কার্যক্রম মূল্যায়নের জন্য কর্মশালা করা হয়। কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী জেলার উপপরিচালক, সহকারি পরিচালক এবং জেলাধীন উপজেলার সকল উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি কর্মশালায় চলমান বছরের ঋণ বিতরণ, আদায় এবং খেলাপীভিত্তিতে ঋণ কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়, ঋণ নীতিমালা যথাযথ বাস্তবায়নে সংশ্লিদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়, ঋণ নীতিমালায় সংযোজন ও বিয়োজন বিষয়ে পরামর্শ গ্রহণ করা হয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও উত্তরণের পন্থা নিরূপন করা হয়।

টেবিল-৮: ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার তথ্য

বিভাগ ও কর্মশালার ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী জেলা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
ঢাকা বিভাগ- কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা	ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, গাজীপুর, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, ফরিদপুর, শরিয়তপুর, মাদারীপুর রাজবড়ী ও গোপালগঞ্জ জেলা	১২০ জন
ময়মনসিংহ বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, জামালপুর জেলা	ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা, শেরপুর, জামালপুর, টাঙ্গাইল ও কিশোরগঞ্জ জেলা	১৩৩ জন
রাজশাহী বিভাগ- বগুড়া অঞ্চলিক যুব কেন্দ্র, বগুড়া	রাজশাহী, চাপাইনবাবগঞ্জ, নাটোর, নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলা	৮৬ জন
রংপুর বিভাগ- আরডিআরএস, রংপুর	রংপুর, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা	৭৬ জন

বিভাগ ও কর্মশালার ভেন্যু	অংশগ্রহণকারী জেলা	অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
খুলনা বিভাগ- আঞ্চলিক মানব সম্পদন উন্নয়ন কেন্দ্র, যশোর	খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা, যশোর, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, নড়াইল ও কুষ্টিয়া জেলা	৮৪ জন
বরিশাল বিভাগ- সার্কিট হাউজ, বরিশাল	বরিশাল, পটুয়াখালী, ঝালকাঠি, বরগুণা, পিরোজপুর ও ভোলা জেলা	৫৬ জন
চট্টগ্রাম বিভাগ- যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার	চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, লক্ষীপুর, ফেণী ও চাঁদপুর জেলা	৯৮ জন
সিলেট বিভাগ- এফআইভিডি সেন্ট্রাল ট্রেনিং সেন্টার, শান্তিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা	৭৯ জন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ঋণ কার্যক্রমকে ডিজিটালাইজড করার লক্ষ্যে গৃহীত কার্যক্রম

ক. কার্যক্রমের ই-সার্ভিস

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবগণ প্রশিক্ষণোত্তর ঋণের প্রত্যাশায় উপজেলা যুব উন্নয়ন অফিসে একাধিকবার যাতায়াত করে অর্থ ও সময়ের অপচয় করেন। তাদের এ ভোগান্তি দূর করার জন্য ঋণ কার্যক্রমের ই-সার্ভিস কার্যক্রমের প্রবর্তন করা হয়। এছাড়াও সরকারি সেবাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটালাইজ করার পদক্ষেপ হিসেবে প্রতিটি দপ্তর সংস্থার উল্লেখযোগ্য সেবাকে ই-সার্ভিসে রূপান্তরের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে এই কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে একজন প্রশিক্ষিত যুব অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে ঋণ সেবা বক্সে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) তার নিজস্ব ডিভাইস (কম্পিউটার, ল্যাপটপ, এ্যানড্রয়েড মোবাইল) অথবা ইউডিসি হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন। আবেদনকারীকে এ প্রক্রিয়ায় তার ঋণ পাওয়া বা না-পাওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হয়। ঋণ প্রদানের সমুদয় প্রক্রিয়া ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে সম্পন্ন করে তাকে চেক গ্রহণের জন্য উপজেলা কার্যালয়ে নির্ধারিত সময়ে একদিন মাত্র আসতে বলা হয়। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করে বিসিসি'র সার্ভারে আপলোড করা হয়েছে এবং অধিদপ্তরের ওয়েবপোর্টালের লিংক দেওয়া হয়েছে। এ সিস্টেমে ঋণ আবেদন, ঋণ অনুমোদন এবং বিতরণ প্রক্রিয়া ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে সম্পন্ন করা হয়। তবে ঋণের চেক ম্যানুয়ালী বিতরণ করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মানিকগঞ্জ, কুষ্টিয়া, মাদারীপুর, মেহেরপুর, নড়াইল, রাজবাড়ি, বরগুণা এবং ঠাকুরগাঁও জেলার সকল উপজেলায় ঋণ কার্যক্রমের ই-সর্ভিস বাস্তবায়ন করা করা হয়েছে।

খ. মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম

ঋণ সেবাগ্রহীতাদের কিস্তি পরিশোধে সুবিধা বৃদ্ধি অর্থাৎ অর্থ, সময় ও যাতায়াত সাশ্রয় ও যুবদের একটি আধুনিক ব্যাংকিং ব্যবস্থার সাথে যুক্ত করা এবং কার্যক্রমে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার জন্য যুব ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে আদায়ের জন্য এই কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঋণ গ্রহীতাগণ এই প্রক্রিয়ায় তাদের কিস্তির টাকা যে কোন সময়ে নিজ অবস্থান থেকেই যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের নির্ধারিত হিসাবে জমা করতে পারেন। ডাচ-বাংলা মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে মোবাইল ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের কিস্তি আদায় কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ঢাকা, গাজীপুর, শেরপুর, জামালপুর, সাতক্ষীরা, ঝিনাইদহ, বাগেরহাট, কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেণী, বগুড়া, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নীলফামারী, সিলেট, বরিশাল, পটুয়াখালী ও দিনাজপুর মোট ১৮ জেলার সকল উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গ. ঋণ কার্যক্রমের ই-রিপোর্টিং কার্যক্রম

এ প্রক্রিয়ায় প্রতিটি উপজেলার সকল ঋণীর তথ্যের ইলেক্ট্রনিক ডাটাবেজ তৈরী এবং হালনাগাদকৃত ডাটাবেজ হতে উপজেলা, জেলা এবং কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাসিক প্রতিবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রস্তুত হয়। এ সিস্টেম ব্যবহারের ফলে প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে সময়, শ্রম ও অর্থের ব্যাপক সাশ্রয় হয় এবং প্রতিবেদনের সঠিকতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। এ সিস্টেমের মাধ্যমেও অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটে প্রবেশ করে (dyd.gov.bd) একজন প্রশিক্ষিত যুব তার নিজ অবস্থান হতে ঋণের আবেদন করতে পারেন এবং ঋণের প্রাপ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। এ পদ্ধতিতে সংযুক্ত ইলেকট্রনিক পাশবই এর মাধ্যমে ঋণ গ্রহীতাগণ স্ব-স্ব অবস্থান হতে ইলেক্ট্রনিক্যালী তার কিস্তি পরিশোধের স্ট্যাটাস জানতে পারেন। অর্থাৎ এ প্রক্রিয়ায় একজন সেবা প্রত্যাশী শুধুমাত্র আবেদন প্রেরণ এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। এ সিস্টেমের মাধ্যমে কার্যক্রমের ব্যবস্থাপকগণ উপজেলার চলমান, খেলাপী, পরিশোধিত, সকল ঋণের সমন্বিত বা একক ঋণের তথ্যাদি সহজে পেতে পারেন, ফলে ঋণ কার্যক্রম তদারকী এবং ব্যবস্থাপনা যথেষ্ট সহজতর হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত ১৬ জেলার ১৩৯ উপজেলায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ঘ. ঋণ কার্যক্রমের ডাটাবেজ ব্যবহার করে ঋণের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন:

ঋণ কার্যক্রমের স্বচ্ছতা এবং শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে প্রতিটি কার্যালয়ে ঋণের ডাটাবেজ তৈরির মাধ্যমে সকল ঋণীর তথ্য সংরক্ষণ করা। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য একটি সফটওয়্যার প্রস্তুত করা হয়েছে। সফটওয়্যারটি ঋণের ডাটাবেজ সফট্ওয়্যার নামে পরিচিত যার লিংক- http://103.48.16.204/loanee/- এটি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের পক্ষে বিসিসি-এর সার্ভারে হোস্ট করা হয়েছে এবং যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ওয়েব পোর্টালে লিংকটি সংযুক্ত করা হয়েছে।

প্রতিটি উপজেলা কার্যালয়ের আলাদা আইডি রয়েছে এবং বিতরণকৃত ঋণীদের তথ্য সংশ্লিষ্ট উপজেলার আইডি থেকে এন্ট্রি করলে স্ব স্ব উপজেলার ঋণের তথ্য ডাটাবেজে সংরক্ষিত হয়। এ সকল ডাটা উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে উপজেলাওয়ারি, জেলাওয়ারি এবং সারাদেশের ডাটা একযোগে প্রদর্শিত হয়।

এ ডাটাবেজ ব্যবহার করে ভার্চুয়ালী যে কোন উপজেলার ঋণ কার্যক্রম নিরীক্ষা এবং তদরকী করা সম্ভব। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদন সহজ হয়েছে, সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে উপজেলা, জেলা এবং প্রধান কার্যালয় থেকে ঋণ কার্যক্রম ভার্চুয়ালি মনিটিরিং করা সম্ভব হচ্ছে। ঋণের ডিজিটাল ডাটবেজ তৈরির ফলে বছরে অধিক সংখ্যক উপজেলাকে নিরীক্ষার আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে। ঋণ নিরীক্ষা কার্যক্রমটি স্মার্ট হয়েছে এবং ঋণ কার্যক্রমের অনিয়ম ও আত্মসাত চিহ্নিতকরণসহ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরে দারিদ্র্য বিমোচন ও ঋণ শাখার তত্ত্বাবধানে ই-গভর্ন্যান্স এবং উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন:

২০২৩-২৪ অর্থবছরে "ডিজিটালী ঋণ আদায় ও রেকর্ড সংরক্ষণ" শিরোনামে একটি উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ঋণ গ্রহীতা যুবেদের ঋণ পরিশোধে সময়, অর্থ এবং যাতায়াত সাশ্রয়, যুব ঋণ আদায় সহজ করা, ঋণ আদায়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করা, ডিজিটালী ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ক্যাশলেস ট্র্যানজেকশন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ডিজিটালী রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন তথা স্মার্ট গভর্মেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন, ঋণ সুবিধাভোগী যুবদের ডিজিটালাইজড কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্মার্ট সিটিজেন তৈরির জন্য "ডিজিটালী ঋণ আদায় ও রেকর্ড সংরক্ষণ" উদ্ভাবন আইডিয়া বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

উদ্ভাবন ধারণা বাস্তবায়নের জন্য নভেম্বর ২০২৩ হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত ৮ বিভাগের ৮টি উপজেলার (ঢাকা বিভাগের ঢাকা জেলার ধানমন্ডি ইউনিট থানা, ময়মনসিংহ বিভাগের শেরপুর সদর উপজেলা, রাজশাহী বিভাগের বগুড়া সদর উপজেলা, রংপুর বিভাগের দিনাজপুর সদর উপজেলা, চট্টগ্রাম বিভাগের নোয়াখালী সদর উপজেলা, সিলেট বিভাগের সিলেট সদর উপজেলা, খুলনা বিভাগের সাতক্ষীরা সদর উপজেলা এবং বরিশাল বিভাগের বরিশাল সদর উপজেলায় পাইলটিং করা হয়েছে;

ঋণ গ্রহীতাগণ তাদের ঋণের কিস্তি মোবাইল ব্যাংক (রকেট)-এর মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বিলার আইডি ১২০৯ তার ডিজিটাল ঋণ নম্বর ব্যবহার করে নিজ নিজ অবস্থান থেকে পরিশোধ করতে পারেন। মোবাইল ব্যাংক প্রতিষ্ঠান (রকেট)-এর পোর্টাল থেকে প্রতিটি উপজেলা স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয়ের অনুকূলে পরিশোধিত ঋণের তথ্য দেখতে পাওয়া যায়। পরিশোধিত ঋণের তথ্য স্ব স্ব উপজেলা কার্যালয় সফটওয়্যারে মাস্টার রেজিষ্টার অংশে এন্ট্রি করে ফলে ঋণ পরিশোধের ডাটাবেজ তৈরি হয়।

ডিজিটালী ঋণ পরিশোধের তথ্য সংরক্ষিত থাকায় যে কোনো প্রান্ত থেকে ঋণ পরিশোধের তথ্যচিত্র মনিটর করা যায় একই সংগে ঋণীগণ তার মোবাইল, ল্যাপটপ বা অনুরূপ কোনো ডিজিটাল ডিভাইস থেকে তার ঋণ পরিশোধের তথ্য জানতে পারেন এবং প্রয়োজনে ডিজিটাল ঋণের পাসবই হিসেবে তার ডিভাইসে সংরক্ষণ করতে পারেন বা প্রিন্ট নিতে পারেন।

এ ধারণা বাস্তবায়নের ফলে আদায়কৃত ঋণের অর্থ হস্তমজুদ রেখে পরে জমা প্রদান বা ঋণের অর্থ আত্মসাত রোধ করা সম্ভব হয়েছে। আদায়কৃত টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত হিসাবে জমা ঋণীগণ নিজেই তার ডিভাইস থেকে দেখতে পাচ্ছেন। ফলে ঋণীদের মধ্যে আস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যুব ঋণ আদায় সহজ হয়েছে এবং ঋণ কার্যক্রমের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সহজ হয়েছে। ঋণ পরিশোধে যুবদের সময় ও অর্থ ব্যয় এবং যাতায়াত সাশ্রয় হয়েছে। সর্বোপরি ডিজিটালী ঋণ আদায়ের মাধ্যমে ক্যাশলেস ট্র্যানজেকশন পদ্ধতি প্রবর্তন এবং ডিজিটালি রেকর্ড সংরক্ষণের মাধ্যমে পেপারলেস অফিস ব্যবস্থাপনা তথা স্মার্ট গভর্মেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন, ঋণ সুবিধাভোগী যুবদের ডিজিটালাইজড কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত করে স্মার্ট সিটিজেন তৈরির কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুচনা করা হয়েছে।

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা

অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পেশাগত মান উন্নয়ন এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভারে ঢাকা-আরিচা মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ব্যাংক টাউনের বিপরীতে ৫.৫৯ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে রাজস্ব বাজেটে বাস্তবায়নকৃত প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন সময়কাল	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা		প্রশিক্ষণ অগ্রগতি	
				ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স	নবনিয়োগপ্রাপ্ত/পদোন্নতি প্রাপ্ত কর্মকর্তা /কর্মচারী	৬০দিন	১০/০২/২০২৪ হতে ৯/৪/২০২৪	০১	৩০	০১	২৬
২. আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫ দিন	১২-১৬ নভেম্বর ২৩ ১৯-২৩ নভেম্বর ২৩	০২	৬০	০২	৫৬
৩. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও	৫ দিন	১৪-১৮ অক্টোবর ২৩ ২২-২৬ অক্টোবর ২৩	০২	৬০	০২	৫৭
৪. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি)	সিনিয়র প্রশিক্ষক,প্রশিক্ষক, ইন্সট্রাক্টর, সহ: ইন্সট্রাক্টর (বিভিন্ন ট্রেড)	৭ দিন	১৯-২৫ নভেম্বর ২৩ ২০-২৬ জানুয়ারি ২৪ ২৭ জানুয়ারি ২৪ হতে ২ ফেব্রুয়ারি ২৪	০৩	১২০	০৩	১১৩
৫. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশি: কোর্স	অফিস সহ:/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪ দিন	২০ জানু হতে ০২ ফেব্রুয়ারি ২৪	০১	৩০	০১	৩০
৬. আচরণ ও শৃঙ্খলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ক্যাশিয়ার	৫ দিন	১৯-২৫ নভেম্বর ২৩	০১	৪০	০১	৪০
৭. ঋণ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোস	নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৫ দিন	১৪-১৮ অক্টোবর ২৩ ২২-২৬ অক্টোবর ২৩	০২	৮০	০২	৭১
৮. বিষয়ভিত্তিক রিফ্রেসার প্রশিক্ষণ কোর্স	সহকারী উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা	৩ দিন	২-৪ মার্চ ২৪ ৫-৭ মার্চ ২৪ ৯-১১ মার্চ ২৪ ১৯-২১ মার্চ ২৪ ৮-১০ জুন ২৪	০৪	১৬০	০৫	১৮৪
৯. শিষ্টাচার ও প্রটোকল বিষয়ক প্রশিক্ষণ	১৭-২০ তম গ্রেডের কর্মচারী	৩ দিন	১৯-২১ এপ্রিল ২০২৪	০১	৪০	০১	৪০
১০. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোস	মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারি	৭ দিন	৪-১০ ফেব্রুয়ারি ২৪	০১	৩০	০১	৩০
১১. সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	গাড়ী চালক ও ১৭-২০ গ্রেডের কর্মচারী	৪ দিন	৮-১১ মার্চ ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
			মোট =	১৯	৬৮০	২০	৬৭৭
১২. কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণের মান উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা	১১তম থেকে তদুর্ধ্ব গ্রেডের কর্মকর্তা	১ দিন	২-৪ মার্চ ২৪	০১	১০০	০১	৯৮
			সর্বমোট =	১ ব্যাচ	১০০ জন	১ ব্যাচ	৯৮ জন

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরক কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা-এর প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্প বাজেটে সম্পন্ন প্রশিক্ষণের তথ্য নিম্নে দেয়া হলো-

প্রশিক্ষণ কোর্সের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	মেয়াদ	বাস্তবায়ন সময়কাল	প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা		প্রশিক্ষণ অগ্রগতি	
				ব্যাচ	জন	ব্যাচ	জন
১. আর্থ-প্রশাসন, ই-নথি, ইজিপি ও আইবাস ++ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি, সহকারী পরিচালক/উযুউক	৭ দিন		০২	৬০	০২	৫৫
২. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স	ডিডি,পিসি,ডিপিসি,এডি, সিডিও	৭ দিন		০২	৬০	০২	৫২
৩. বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স (টিওটি)	সিনিয়র প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষক, ইন্সট্রাক্টর, সহ: ইন্সট্রাক্টর (বিভিন্ন ট্রেড)	৭ দিন	২৪ এপ্রিল ২০২৪ হতে ৩ মে ২০২৪ ৪-১০ মে ২০২৪ ১১-১৭ মে ২০২৪ ১৮-২৪ মে ২০২৪	০৪	১২০	০৪	১১৯
৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ক প্রশি: কোর্স	অফিস সহ:/ডাটা এন্ট্রি অপারেটর	১৪ দিন	১৮-৩১ মে ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
৫. ইয়ুজ অব স্মার্ট টুলস ও সঞ্জীবনী বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স	মাঠ পর্যায়ের ১১-১৬ গ্রেডের কর্মচারি	৭ দিন	১-৭ জুন ২০২৪	০১	৩০	০১	৩০
			সর্বমোট =	১০ ব্যাচ	৩০০ জন	১০ ব্যাচ	২৮৬ জন

কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি	শতকরা হার
শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশিক্ষণ	২১৯৫৮ জন	২১৭২৫ জন	৯৮.৯৪%
শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত আয়োজিত কর্মশালা/সেমিনার	২০০০ জন	১৯৩৯ জন	৯৬.৯৫%
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রশিক্ষণ	৬৮০ জন	৬৭৭ জন	৯৯.৫৬%

আঞ্চলিক মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র

মাঠ পর্যায়ে ঋণ গ্রহিতা সদস্যদের নেতৃত্ব বিকাশ, ঋণ ব্যবস্থাপনা, ঋণ ব্যবহার, স্বাস্থ্য পরিচর্যা বিষয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকার অদূরে সাভার, সিলেট, রাজশাহী ও যশোরে কম-বেশি ৩.০০ একর জমির উপর ১৯৯২ সালে ৪টি আঞ্চলিক মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
২০২৩-২০৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৪০	২৩২জন
ক্রমপুঞ্জিত প্রশিক্ষণ,জুন২০২৪ পর্যন্ত	---	৮৭৩৭ জন

যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে বাস্তবায়িত কর্মসূচি

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্যচাষ ও কৃষি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কলাকৌশল সম্পর্কিত ০৩ মাস মেয়াদি আবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং তাদেরকে আত্মকর্মসংস্থানে নিয়োজিত করাই এ সমাপ্ত প্রকল্প ও রাজস্ব কর্মসূচির উদ্দেশ্য। যুবদেরকে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি প্রকল্পের প্রাণী সম্পদ সংরক্ষণ ও উহাদের জন্য প্রাথমিক চিকিৎসা সম্পর্কে জ্ঞানদান করা হয়। প্রতি ব্যাচে ৬০ জন বেকার যুবক ও যুবমহিলাকে আবাসিক প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা মোট ৭১ টি।

কার্যক্রম	বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা	বার্ষিক অর্জন
২০২১-২০২২ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	২৩,৭৬০ জন	১৭৯১৭ জন
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭,৫১০ জন	১৭,৫০৮ জন
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে প্রশিক্ষণ	১৭৫১০ জন	১৭২৬৪ জন

চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের কার্যক্রমের অগ্রগতির বিবরণ

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

দেশে সড়ক দুর্ঘটনা রোধকল্পে যানবাহন চালনায় দক্ষ ড্রাইভার তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪০টি কেন্দ্রে ৬৪টি জেলার প্রশিক্ষণার্থীগণ অংশগ্রহণ করে থাকে। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ৪০০০০ জন কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলা যানবাহন চালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে। উদ্বোধনের পর থেকে প্রকল্পের আওতায় জুন, ২০২৪ পর্যন্ত ২০টি ব্যাচে ৩১১০৬ জন যুবকে গাড়িচালনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন ৯১০৭ জন এবং আত্মকর্মী হয়েছেন ২৫২৯জন।

যানবাহন চালনা প্রশিক্ষণ প্রকল্পের প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে লাইসেন্স ও ভাতা বিতরণ করছেন প্রকল্প পরিচালক ড. মোঃ গোলাম ফারুক

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২১-ডিসেম্বর ২০২৩)	১০৫৯৪.০০ লক্ষ টাকা	৫৭৭৭.৯৬ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	১৪৩৫.০০ লক্ষ টাকা	১৪০৩.৫৬ লক্ষ টাকা
ডিসেম্বর২০২৩ পর্যন্ত ৫টি ব্যাচে প্রশিক্ষণ বরাদ্দ	১৭৩৯.০০ লক্ষ টাকা	৩১৮.৯৪ লক্ষ টাকা
জুন ২০২৪ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ	১৯২০০ জন	১৯১৮৮ জন
জুন ২০২৪ পর্যন্ত পেশাদার লাইসেন্স পেয়েছেন	-	৯১০৭ জন
জুন ২০২৪ পর্যন্ত আত্মকর্মী হয়েছেন	৩৬৪২.৭৪	২৫২৯ জন

০২। টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়াং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পঃ

শহর ও গ্রামের যুবদের মধ্যে দক্ষতাও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবধান হ্রাস করে কম্পিউটার প্রশিক্ষণে গ্রামের ১৮-৩৫ বছরের শিক্ষিত সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র যুবদের অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত কম্পিউটার প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণের লক্ষ্যে 'টেকনোলজি এমপাওয়ারমেন্ট সেন্টার অন হুইলস ফর আন্ডারপ্রিভিলেজড রুরাল ইয়ং পিপল অব বাংলাদেশ (টেকাব ২য় পর্ব)' শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানের (মিনিবাস) মাধ্যমে যুবদের দোরগোড়ায় প্রশিক্ষণ সুবিধা পৌছে দেওয়া হচ্ছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যানে এগারটি ল্যাপটপ, ভ্রাম্যমান ইন্টারনেট সুবিধা, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, অডিও সিস্টেম, জেনারেটরসহ কম্পিউটার প্রশিক্ষণের আধুনিক সকল সুযোগ সুবিধা রয়েছে। প্রতিটি ভ্রাম্যমান আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান প্রতি উপজেলায় দুই মাস অবস্থান করে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এভাবে পর্যায়ক্রমে চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি বিভাগের সকল উপজেলায় (সদর উপজেলা ব্যতীত) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

প্রকল্পটির মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ৩ (তিন) বছর ০১-০১-২০২২ ইং হতে ৩১-১২-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রশিক্ষণের মোট লক্ষ্যমাত্রা- ১২৮৮০ জন। ১৪টি আইসিটি প্রশিক্ষণ ভ্যান দিয়ে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্প হতে অংশগ্রহণকারীদের প্রতি কর্মদিবসে জন প্রতি ২০০/- টাকা হারে প্রশিক্ষণ ভাতা/যাতায়াত ভাতা প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রশিক্ষণার্থীদের আপ্যায়নের জন্য প্রতি কর্ম দিবসে জনপ্রতি ১০০/- টাকা হারে প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য ঃ

- ❖ গ্রামাঞ্চলের দরিদ্র সুবিধা বঞ্চিত যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ দরিদ্র যুবদের নিজ নিজ অবস্থানে রেখে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি;
- ❖ আইসিটি বিষয়ক চাকুরির ক্ষেত্রে গ্রামীণ দরিদ্র যুবদের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- ❖ গ্রামীণ ও শহুরে যুবদের মধ্যে তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ক জ্ঞানের ব্যবধান হ্রাস করা।
- ❖ প্রতিবন্ধী ও চর এলাকার পিছিয়ে পড়া যুবদের প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেয়া।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২২ - ডিসেম্বর ২০২৪)	৪৬১৮.০০ লক্ষ টাকা	২৩১২.৫২ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৮৫০.০০ লক্ষ টাকা	৬২০.৭৮ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ	৯০৭.০০	৮৮১.৭৯ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণ	১২৮৮০ জন	৬১৫৮ জন (জুন ২৪)

০৩। "দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে ব্যাপক প্রযুক্তি নির্ভর সমন্বিত সম্পদ ব্যবস্থাপনা ইমপ্যাক্ট - ৩য় পর্যায় (১ম সংশোধিত)" প্রকল্পঃ

গবাদিপশু ও মুরগি পালন বিষয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণকারীদের প্রকল্পের উচ্ছিষ্ট ব্যবহারের মাধ্যমে গ্রাম পর্যায়ে বায়োগ্যাস উৎপাদন করে জ্বালানি চাহিদা পূরণ করা এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে প্রকল্পের ২টি পর্যায় সমাপ্ত হয়েছে। প্রকল্পের ২য় পর্ব সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় ৩য় পর্বের কাজ শুরু হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০১-০৭-২০২১ থেকে ৩০-০৬-২০২৪ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত। প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা। তদপ্রেক্ষিতে বিগত ১৯/০৭/২০২২ খ্রি. তারিখে আরডিপিপি প্রণয়ন করা

হয়েছে । পরিবেশবান্ধব এ প্রকল্পের কার্যক্রম ৩য় পর্যায়ে দেশের সকল জেলার ৪৯২ টি উপজেলায় কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জ্বালানি চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে প্রকল্প মেয়াদে সর্বোচ্চ ৩২০০০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হবে। জুন/২০২৪ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ে ১৭৩৪০ জন কে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২৫৮০টি বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপন করা হয়েছে। এ সকল বায়োগ্যাস প্লান্ট স্থাপনের ফলে স্থানীয় পরিবেশের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটবে।

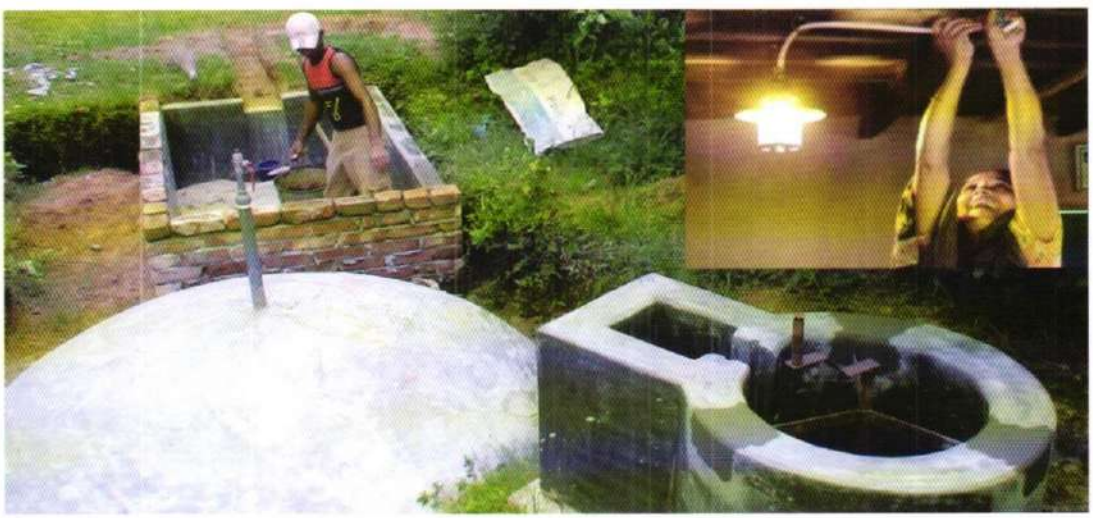

বায়োগ্যাস প্লান্ট

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২১- জুন ২০২৪)	২৩৬০০.০০ লক্ষ টাকা	১০৬৩.৯২ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১৯৫১.০০ লক্ষ টাকা	১০৩০.৮৩ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৮৯২৫ লক্ষ টাকা	৮৭৯৭.১৮ লক্ষ টাকা
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	১৭৩৮৪ জন	১৭৩৪০ জন (জুন ২০২৪)
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ	১১৫২০টি	২৫৮০টি

০৪। "শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি" প্রকল্প ঃ (১ম সংশোধিত)

দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের মধ্য হতে কর্ম প্রত্যাশীদের আত্মকর্মী হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৪,৭৫০.০০ লক্ষ টাকা।

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

লক্ষ্যমাত্রা :

- ❖ আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৮টি বিভাগের ১৬ টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের মধ্যে ৬৪০০ জনকে স্বাবলম্বী করা;
- ❖ সোসাইটি ফর পিপলস এডভান্সমেন্ট (এসপিএ) এর বিভিন্ন কার্যালয়ে ১০০০ জনের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৫)	৪৭৫০.০০ লক্ষ টাকা	২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৪৯৬.০০ লক্ষ টাকা	২১৫.৫০ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	২১৭৫.০০ লক্ষ টাকা	
প্রকল্প মেয়াদে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা	৬৪০০ জন	৩২০০ জন (জুন২০২৪)
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বায়োগ্যাস প্লান্ট নির্মাণ	১১৫২০টি	২৫৮০টি

০৫। লাইফ স্কীলস এডুকেশন ইন ইয়ুথ ট্রেনিং সেন্টার এন্ড স্ট্রেন্দেনিং অব ন্যাশনাল ইয়ুথ প্লান (LYTC & SNYP) প্রকল্প

UNFPA এর অর্থায়নে Life Skills Education in Youth Training Center & Strengthening of National Youth Platform শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি ০১-০৭-২০২২খ্রি. হতে ৩০-০৬-২০২৬খ্রি. মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের আওতায় অন্তত: ২০টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের জীবন দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদানে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও বাস্তবায়নে কাজ করছে। এ প্রশিক্ষণে যুব নেতৃত্ব বিকাশ ঘটবে। জাতীয় নীতি নির্ধারণী সংলাপে যুব ফোরামের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২২- জুন ২০২৬)	৫০৬.২২ লক্ষ টাকা	৯১.৫৩ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	১৪২.০০ লক্ষ টাকা	৭৮.৭৪ লক্ষ টাকা
২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ	৪২.২৫ লক্ষ টাকা	-
ইয়্যুথ কাউন্সিল সদস্যদের কর্মশালায় অংশগ্রহণ	৭৫ জন	৭৫ জন

০৬। Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) Project

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় এদেশের যুবদের উন্নয়ন ও ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য Economic Acceleration and Resilience for NEET (EARN) প্রকল্প একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। ৩৩৪৮ কেটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২৩ - জুন ২০২৮ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। 'EARN' প্রকল্পটি অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।

EARN প্রকল্পের মোটরসাইকেল বিতরনের খন্ড চিত্র

'EARN' প্রকল্পের কার্যক্রম

দেশের ৯ লক্ষ যুব প্রত্যক্ষ এবং ২০ লক্ষ যুব পরোক্ষভাবে এ প্রকল্পের সুবিধাভোগী হবেন। নারীর ক্ষমতায়নে এ প্রকল্পের সকল কার্যক্রমে ৬০% যুব মহিলার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হবে।

১) ৫০০০ হাজার ভিলেজ লেভেল ট্রেনিং সেন্টার স্থাপন;

২) ০৫ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৩) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে অনলাইন প্রশিক্ষণ প্রদান;

৪) ২৫০০০ যুবক ও যুবনারীকে তাদের আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইনোভেশন ফান্ড প্রদান;

৫) প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য ২০টি উপজেলায় কমিউনিটি সাপোর্ট চাইল্ড কেয়ার ফ্যাসিলিটিজ ডেভেলপ;

৬) স্কুল কলেজ থেকে ঝড়ে পরা ১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ বৃত্তি প্রদান।

৭) প্রতিটি উপজেলায় প্রতি বছর কর্মপ্রত্যাশী যুব এবং কর্মে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে জব ফেয়ার আয়োজন করা;

৮) ০১ লক্ষ যুবক ও যুবনারীকে ০৬ মাস ব্যাপী ইন্টার্ণশীপ প্রশিক্ষণ প্রদান;

৯) দেশের ২৫০০ ইউনিয়নে ২৫০০ কমিউনিটি গ্রুপ তৈরি করা হবে;

১০) নিবন্ধিত যুব সংগঠনের ৫০ হাজার যুবকে লিডারশীপ ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং প্রদান করা হবে;

১১) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিকেএসপি এবং জাতীয় যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নে দেশে বিদেশ প্রশিক্ষণ প্রদান করা;

১২) সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল পেমেন্ট এবং একাউন্টস সিস্টেম চালু করা প্রশিক্ষণ প্রদান;

১৩) যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের আওতায় জেলা পর্যায়ের অফিসসমূহ উন্নয়নে অনুদান প্রদান প্রশিক্ষণ প্রদান; এছাড়াও চাহিদা ভিত্তিক প্রযুক্তি নির্ভর কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৮)	৩৩৪৮০০.০০ লক্ষ টাকা	২৭৯৮.৫৯ লক্ষ টাকা
২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে (জুন'২৪)	৩০৮৪.০০ লক্ষ টাকা	২৭৯৮.৫৯ লক্ষ টাকা

০৭। "Improving Skills & Economic Opportunities of Women Youth in Coxs Bazar District (ISEC) Project

ILO Bangladesh এর সহযোগিতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রকল্পটি কক্সবাজার জেলার সকল উপজেলা পর্যায়ে ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সের যুবদের নিয়ে অধিদপ্তরের বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ট্রেড সমূহে প্রশিক্ষণ উপকরণসহ অন্যান্য কর্মকান্ডে সহযোগিতা প্রদান করছে। প্রত্যন্ত এলাকার যুব মহিলাদেরকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে তাদেরকে আত্মনির্ভরশীল করে সম্পদে পরিণত ও সমাজে সম্মানজনক স্থানে প্রতিষ্ঠিত করবে।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুন ২০২৩-নভেম্বর ২০২৫)	১৭৬৮৮.০০ লক্ষ টাকা	৪০০০ জন

০৮। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি ফর নিউ প্রজেক্টস অব ডিওয়াইডি' শীর্ষক প্রকল্প:

বিভিন্ন কারণে বিনিয়োগ প্রকল্পগুলোর মূল্যায়ন প্রয়োজন। প্রস্তাবিত সকল প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৫০.০০ কোটি টাকার উপরে। সরকারের বিদ্যমান আইনানুসারে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই করা প্রয়োজন। কোনো ধারণার টেকসইতা যেমন প্রকল্পটি আর্থিক ও কারিগরিভাবে টেকসই এবং একইসংগে অর্থনৈতিকভাবে যৌক্তিক কিনা তা নির্ধারনের জন্য সম্ভাব্যতা যাচাই প্রয়োজন। এদিক থেকে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর একটি সুপরিচিত সরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিআইডিএস দ্বারা তার প্রস্তাবিত ৪টি প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর এর নিম্নোক্ত ৪টি প্রকল্প একত্রে বা বিচ্ছিন্নভাবে সম্ভাব্যতা যাচাই ও যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়াও ভবিষ্যতে নতুন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করবে।

- ❖ যুব সংগঠনের কার্যক্রম জোরদার করণ প্রকল্প
- ❖ ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প
- ❖ যুব সমাজকে মাদকাসক্তি থেকে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব সংগঠনের মাধ্যমে বিনোদনমূলক কর্মকান্ড ও সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প
- ❖ আটটি জেলায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালকের কার্যালয় স্থাপন প্রকল্প।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জুলাই ২০২৩- জুন ২০২৬)	৪৯৮.০০ লক্ষ টাকা	২টি প্রকল্প

০৯। ৬৪ জেলায় তথ্য প্রযুক্তি প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করণ (২য় পর্যায়) প্রকল্প ঃ

দেশে-বিদেশে দক্ষ যুবদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা এবং শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সমূহকে আধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রুপান্তরের লক্ষ্যে এ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম পর্যায় শেষ হয়েছে। ৪৩৮৪.০০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এ প্রকল্পের (২য় পর্যায়) আওতায় কম্পিউটার বেসিক ও আইসিটি এ্যাপ্লিকেশন প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিদ্যমান ২৭৪টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ ও উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে মানসম্পন্ন প্রশিক্ষণ উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করা হবে।

১০। কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পঃ

কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্পটির মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীকে আধুনিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (ডিসেম্বর ২০২৩ হতে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৬)	২৩১৯.৮৫ লক্ষ টাকা	১৭১.৬৯ লক্ষ টাকা

১১। দেশের ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কমপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি প্রকল্প ঃ

আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ০৮টি বিভাগের নির্ধারিত ৪৮টি জেলায় শিক্ষিত কর্মপ্রত্যাশী যুবদের ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আধুনিক মান সম্পন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য।

উদ্দেশ্যঃ

১. কর্মপ্রত্যাশী যুবদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আউটসোর্সিং এর উপযোগী করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

২. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে যুবদের স্বনির্ভরতা অর্জনে সহায়তা করা।

৩. আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা।

কার্যক্রম	লক্ষ্যমাত্রা	অগ্রগতি
মোট প্রকল্প ব্যয় (জানুয়ারি ২০২৪ হতে জুন ২০২৮)	২৯৯৯৮.০০ লক্ষ টাকা	-

ভবিষ্যত পরিকল্পনা

১। যুব ভবন নির্মাণ প্রকল্প

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের জন্য মতিঝিল বা/এ বহুতল বিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন ভবন নির্মাণ।

২। ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প

ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির বিকল্প হিসেবে ন্যাশনাল সার্ভিস প্রকল্প দেশের সকল উপজেলায় চালুর লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুত করা হয়েছে।

৩। আসিয়ান সদস্য দেশসমূহে যুব বিনিময় কর্মসূচি

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক সংস্থা Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Sectoral Dialogue Partner (SDP) হিসেবে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে যুব বিনিময় কর্মসূচির আওতায় প্রতিবছর বাংলাদেশ থেকে ১০ জন যুব একটি আসিয়ান রাষ্ট্রে সপ্তাহব্যাপী সফরে প্রেরণ এবং আসিয়ান সদস্য রাষ্ট্রসমূহ হতে ১০ জন যুব'র সপ্তাহব্যাপী সফরে বাংলাদেশে আগমনের কার্যক্রম বিষয়ক প্রকল্প।

৪। আত্মকর্মী থেকে উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রকল্প

আত্মকর্মী যুবদের গৃহিত প্রকল্পসমূহ টেকসই করে মাঝারি ও বড় প্রকল্প স্থাপন এবং উক্ত প্রকল্পে বেকার যুবদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৫। যানবাহন মেরামত প্রশিক্ষণ প্রকল্প

যানবাহন মেরামতের জন্য দক্ষ মেকানিক্স তৈরি করে দেশে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৬। কক্সবাজার জেলায় আন্তর্জাতিক মানের কনফারেন্স হলসহ যুব হোস্টেল নির্মাণ প্রকল্প

কক্সবাজার জেলায় কনফারেন্স হলসহ আর্ন্তজাতিক মানের যুব হোস্টেল নির্মাণ করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৭। যুব কার্যক্রম বিষয়ক গবেষণা ও তথ্য প্রচার প্রকল্প

যুব কার্যক্রমের সাফল্য গবেষণার মাধ্যমে প্রকাশ করা এবং যুব বিষয়ক তথ্য কর্মপ্রত্যাশী যুবসহ দেশের সকল পর্যায়ের মানুষের নিকট প্রচারের ব্যবস্থা করা এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৮। আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প

এ প্রকল্পের আওতায় ৭টি বিভাগে একটি করে আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ফলে মাঠ পর্যায়ে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে গতি সঞ্চার হবে।

৯। বিউটিফিকেশন, হেয়ার কাটিং ও হাউজকিপিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবমহিলাদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

১০। ট্যুরিস্ট গাইড, ট্যুর ম্যানেজমেন্ট এবং ইংরেজি ভাষা শিক্ষা প্রশিক্ষণ প্রকল্প

কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

২০২৩-২৪ অর্থবছর পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

২০২৩-২৪	১০টি	২৩৪৩৯.০০	২৩৭০২.৯৭

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০
২০২০-২০২১	৩৪৩৯৭.০০	৩৪৪০.০০
২০২১-২০২২	৪৪০৬৪.০০	৫৩৫৮.০০
২০২২-২০২৩	৫০৮৫৭.০০	৪২৩৬.০০
২০২৩-২০২৪	৫৮০৫২.৭৬	২৩৪৩৯.০০

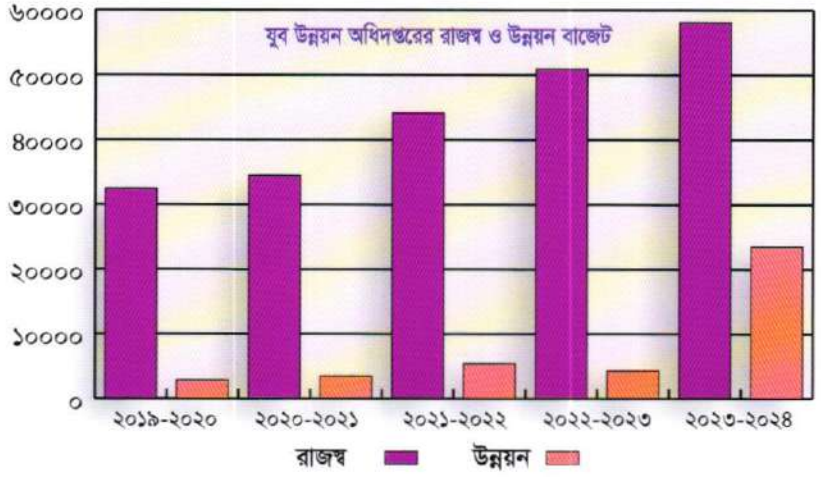

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের বার্ষিক রাজস্ব এবং উন্নয়ন বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র (লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	সংশোধিত বরাদ্দ		অর্থ ব্যয়		ব্যয়ের শতকরা হার	
	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন	রাজস্ব	উন্নয়ন
২০১৯-২০২০	৩২৩৭৫.০০	২৮২৬.০০	২৯৪৮৪.৯৫	১৯৪৫.৯২	৯১.০৭%	৬৮.৮৬%
২০২০-২০২১	৩৩৪২৬.৭০	৫১০৭.৮০	৩০১১৫.৫১	৪৩০৭.৮৩	৯০.০৯%	৮৪.৩৪%
২০২১-২০২২	৪৪৬৭৯.১১	৪৫৬০.০০	৩৬৯৭০.৩৮	৪৪৫২.৯০	৮২.৭৫%	৯৭.৬৫%
২০২২-২০২৩	৪৬৩৩৪.১৩	৪৭৩২.০০	৩৭৮০৭.৯৬৪	৩২৭০.৬০	৮১.৬০%	৬৯.১২%
২০২৩-২০২৪	৫৮২৫৬.৬১	২৩৪৩৯.০০	৪৭৫৮৪.৬৮	২৩৭০২.৯৭	৮২.২৩%	১০১.১২%

বার্ষিক সংশোধিত রাজস্ব বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র

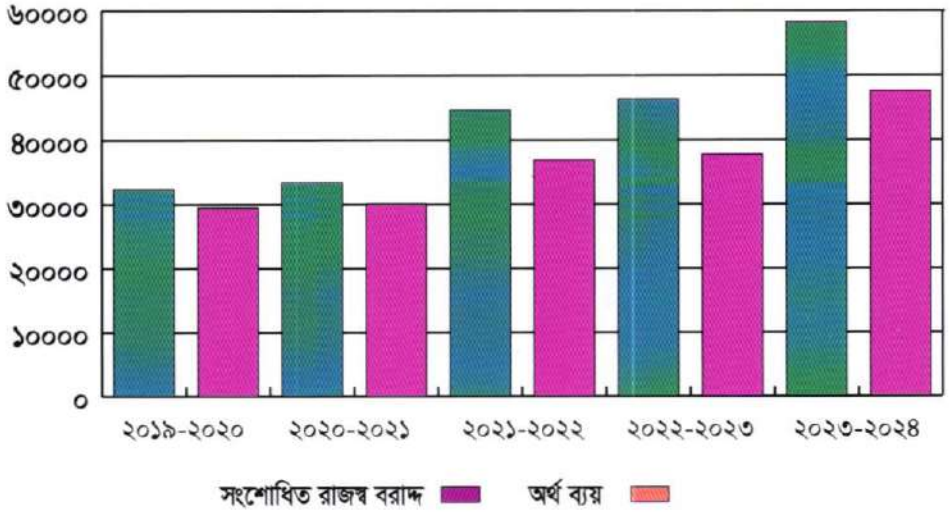

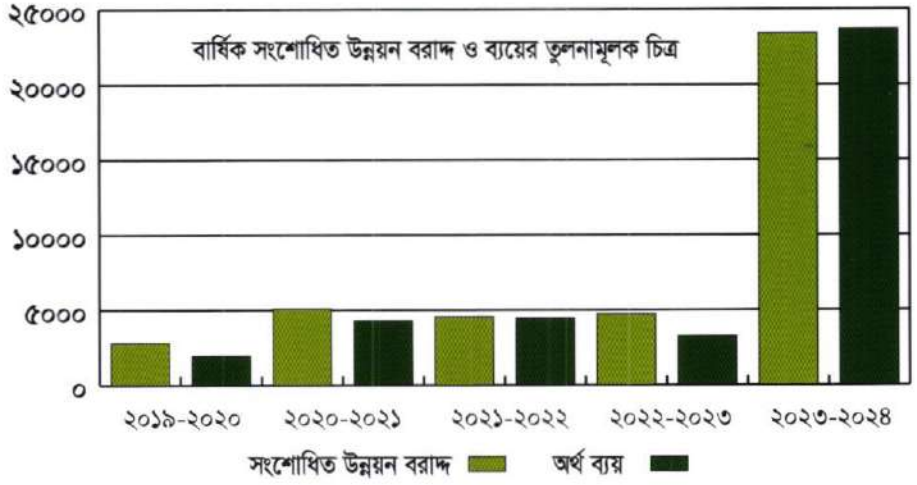

২০২৩-২০২৪ অর্থবছর পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উন্নয়ন বাজেট

(লক্ষ টাকায়)

অর্থ বছর	মূল বরাদ্দ	সংশোধিত বরাদ্দ	ব্যয়	প্রকল্প সংখ্যা
২০২৩-২০২৪	২৩৪৩৯.০০	২৩৪৩৯.০০	২৩৭০২.৯৭	১০টি

এক নজরে শুরু থেকে জুন ২০২৪ পর্যন্ত যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি

নং	কার্যক্রম	ক্রমপুঞ্জিত অর্জন
১.	মোট প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	৭১৮৩২৭৬জন
২.	মোট আত্মকর্মীর সংখ্যা	২৪৩৩৭৫৬ জন
৩.	মোট প্রাপ্ত যুব ঋণ তহবিলের পরিমাণ	১৬৬,৫২.২০ লক্ষ টাকা
৪.	মোট বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	২৫৫৮৯৬.৪৪ লক্ষ টাকা
৫.	মোট ঋণ গ্রহণকারীর সংখ্যা	১০,৮৯,০১৩ জন
৬.	মূল ঋণ তহবিল থেকে আদায়কৃত প্রবৃদ্ধি	২৯৩২৭.৯৯ লক্ষ টাকা
৭.	আদায়কৃত প্রবৃদ্ধিসহ মোট ঋণ তহবিল	৪৫,৯৮০.১৯ লক্ষ টাকা
৮.	ঋণ আদায়ের গড় হার (%)	৯৫.৯৩%
৯.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ প্রদান	২,৩৫,৩৪৭ জন
১০.	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচির আওতায় দুই বছরের অস্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি	২,৩২,৯৯৬ জন
১১.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	৩১৪৪.২৬ লক্ষ টাকা
১২.	যুব কল্যাণ তহবিল থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	১৫,৫৬৮ টি
১৩.	যুব কল্যাণ তহবিলের মূলধনের পরিমাণ	৩৫কোটি টাকা
১৪.	অনুন্নয়ন খাত থেকে বিতরণকৃত অনুদানের পরিমাণ	১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৭৯ হাজার টাকা
১৫.	অনুন্নয়ন খাত থেকে অনুদান বিতরণকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা	২,৫৩৬ টি
১৬.	যুব সংগঠন তালিকাভুক্তি	১৮,৪৫৮টি
১৭.	নিবন্ধিত যুব সংগঠনের সংখ্যা	৬৪৩৭টি
১৮.	যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ	১৭৫ জন।
১৯.	জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান	৫১৯ জন।
২০.	কমনওয়েলথ যুব পুরস্কার লাভ	১৯ জন।
২১.	সার্ক যুব পুরস্কার লাভ	০২ জন।
২২.	আবাসিক যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সংখ্যা	৭১ টি

২৩.	আত্মকর্মী যুবদের মাসিক গড় আয়	৬,০০০/- হতে ১,০০,০০০/- টাকা
২৪.	ডি নথির ব্যবহার	প্রধান কার্যালয়সহ ৭৫টি কার্যালয়
২৫.	উন্নয়ন খাত থেকে রাজস্বখাতে স্থানান্তরের সংখ্যা	৫৯৩৫ জন
২৬.	চাকুরী নিয়মিতকরণের সংখ্যা	৪২৭৭ জন
২৭.	পদ স্থায়ীকরণের সংখ্যা	৫২৯৫ টি
২৮.	পদোন্নতির সংখ্যা	৭২৬ জন
২৯.	নিয়োগের সংখ্যা	৫৭৫২ জন

অন্যান্য কার্যক্রম:

(ক) জাতীয় যুবদিবস:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১ নভেম্বর তারিখে জাতীয় যুবদিবস উদযাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যে সকল প্রশিক্ষিত সফল যুবক ও যুবমহিলা আত্মকর্মসংস্থান প্রকল্প স্থাপনে এবং যে সকল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড দৃষ্টান্ত মূলক অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে তাদেরকে জাতীয় যুবদিবসে জাতীয় যুব পুরস্কার প্রদান করা হয়। শুরু থেকে এ পর্যন্ত ৫৩১ জনকে জাতীয় পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন

মাদক, জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিষয়ে সচেতন করার লক্ষ্যে বিভাগ/জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজন করা হয়। এসব সভা/সেমিনারে যুব সংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করে থাকেন। স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ সভা/সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকেন। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৫৬৫টি জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৫৬৫টি জনসচেতনতামূলক সভা/সেমিনার আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক যুব দিবস-২০২৩ উদযাপন

জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষণার প্রেক্ষিতে ২০০০ সাল থেকেই প্রতি বছর ১২ আগস্ট সারা বিশ্বে আন্তর্জাতিক যুবদিবস উদযাপিত হয়ে আসছে। বাংলাদেশও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার যুবদের সম্পৃক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট প্রতিপাদ্যকে কেন্দ্র করে প্রতিবছর দিবসটি আড়ম্বরপূর্ণভাবে পালন করে আসছে।

১২ আগস্ট ২০২৩ আন্তর্জাতিক যুব দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ বছর আন্তর্জাতিক যুব দিবসে প্রতিপাদ্য বিষয়-"Green Skills for Youth: Towards a Sustainable World"-এর উপর কেন্দ্রীয়ভাবে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারিবৃন্দ, জাতীয় যুব কাউন্সিলের সভাপতি, যুবসংগঠক, প্রশিক্ষণার্থী ও সফল আত্মকর্মী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যুব সংগঠন নিবন্ধন এবং পরিচালনা

যুব সংগঠনের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ প্রণীত হয়েছে। আইনটি কার্যকর করার জন্য যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) বিধিমালা ২০১৭ প্রণীত হয়েছে। যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন ২০১৫ এর আওতায় যুব সংগঠন নিবন্ধন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। জুন/২০২৪ পর্যন্ত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত যুব সংগঠনের সংখ্যা-২৩৭৫ এবং নিবন্ধনকৃত যুব সংগঠনের সংখ্যা-৫০৬৩টি। গত ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৮২২টি যুব সংগঠন নিবন্ধন করা হয়েছে। চলতি ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে প্রতি উপজেলায় কমপক্ষে ১টি করে যুব সংগঠন নিবন্ধনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠন

যুব সংগঠন (নিবন্ধন এবং পরিচালনা) আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ০৮ নং আইন) এর ধারা ১৯, ধারা ১৩ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা- ২০২১, একই সালে ০১ জুলাই তারিখে গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়েছে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসক এর সভাপতিত্বে জেলা মনোনয়ন কমিটি এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার সভাপতিত্বে উপজেলা মনোনয়ন কমিটি গঠন সংক্রান্ত নির্দেশনা ০১ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় যুব কাউন্সিল (গঠন, কাঠামো, কার্যপদ্ধতি ও ব্যবস্থাপনা) বিধিমালা ২০২১ বিধি অনুযায়ী জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে (দুই বছর) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের লক্ষ্যে জাতীয় যুব কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচনের জন্য ইতোমধ্যেই ১৫/০৭/২০২৪ খ্রি. তারিখে 'দৈনিক সংবাদ প্রতিদিন' এবং ১১/০৭/২০২৪ খ্রি. তারিখে 'The Daily Morning Observer' পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হয়।

জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে (দুই বছরের জন্য) জাতীয় যুব কাউন্সিল গঠনের নিমিত্ত আবেদনপত্র আহ্বান সংক্রান্ত পত্র গত ১৬ জুলাই ২০২৪ খ্রি. তারিখ মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রত্যেক জেলা হতে ০১ (এক) জন করে ৬৪ জন, বিশেষ শ্রেণিভুক্ত যুব ০৬ (ছয়) জন এবং অন্যান্য শ্রেণিভুক্ত যুব ০৫ (পাঁচ) জনসহ মোট ৭৫ (পঁচাত্তর) জন সদস্য বিশিষ্ট সাধারণ পরিষদ গঠন করা হবে।

জাতীয় যুব কাউন্সিল বিধিমালা-২০২১ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদের ৭৫ (পঁচাত্তর) জন সদস্যের মধ্য হতে নির্বাচনের মাধ্যমে জানুয়ারি ২০২৫ থেকে ডিসেম্বর ২০২৬ মেয়াদে জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদ গঠন করা হবে।

জাতীয় যুব কাউন্সিলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন এর ভোট গ্রহণ

(ছ) কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম:

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টারের সহযোগিতায় দূর প্রশিক্ষণ কোর্স, সেমিনার, কর্মশালা, যুব বিনিময় কর্মসূচি ও রিজিওনাল এ্যাডভাইজারি বোর্ড মিটিং ইত্যাদি আয়োজন করে আসছে। কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার থেকে এ যাবৎ ৭৬ জন কর্মকর্তা/যুবসংগঠনের প্রতিনিধি যুব উন্নয়ন বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেছেন। পরবর্তীতে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে কমনওয়েলথ দূর প্রশিক্ষণ ডিপ্লোমা কোর্সের আওতায় ৯৯ জন ছাত্র-ছাত্রী ডিপ্লোমা অর্জন করেছে।

(জ) আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার সাথে সম্পর্ক:

জাইকা (জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), কোইকা (কোরিয়া আন্তর্জাতিক সহযোগী সংস্থা), জাতিসংঘ এবং এর অংগ সংস্থা ইউএনডিপি, ইউএনএফপিএ, এসকাপ, ইউনেস্কো, আমেরিকান পিস কোর এবং আইএলও ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করে আসছে। ইতোমধ্যে জাইকার ৪৪ জন, কোইকার ৫০ জন এবং আমেরিকান পিস কোরের ৯৭ জন স্বেচ্ছাসেবী এবং জাতিসংঘের ৪৬ জন ইউএনভি কাজের মেয়াদ শেষে দেশে ফিরে গিয়েছে।

(ঝ) জাতীয় যুবনীতি:

একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য একটি যুগোপযোগী জাতীয় যুবনীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে ২০০৩ সালে অনুমোদিত যুবনীতি সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করে বর্তমান সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি নতুন যুবনীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যুব সংগঠন বিওয়াইএলসি-কে প্রদান করা হয়। বিওয়াইএলসি বিভিন্ন পর্যায়ের যুবদের সাথে মতবিনিময়, বিভাগীয় পর্যায়ে কর্মশালার আয়োজন করে জাতীয় যুবনীতির একটি খসড়া প্রণয়ন করে। প্রণীত খসড়ার উপর সমাজের সকল পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের মতামত গ্রহণ, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির বৈঠকে উপস্থাপন এবং সর্বশেষ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আয়োজিত কর্মশালায় জাতীয় যুবনীতির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়। জাতীয় যুবনীতি মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৭ সালে অনুমোদিত হয়েছে। জাতীয় যুবনীতি বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল প্ল্যান অব এ্যাকশন এবং ইয়ুথ ইনডেক্স প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ঞ) কমনওয়েলথ পুরস্কার:

কমনওয়েলথ ইয়ুথ প্রোগ্রাম, এশিয়া সেন্টার এশীয় অঞ্চলের কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহে যুব কার্যক্রম বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার কর্মকর্তা এবং যুবসংগঠনের সমাজ উন্নয়নমূলক কাজের স্বীকৃতি হিসেবে প্রতি বছর বিভিন্ন শিরোনামে কমনওয়েলথ পুরস্কার প্রদান করে থাকে। বাংলাদেশে যুব কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য এ পর্যন্ত ৭ (সাত) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ এ্যাওয়ার্ড ফর এক্সিলেন্স ইয়ুথ ওয়ার্ক এ্যাওয়ার্ড, ৮ (আট) জন কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড, ১ (এক) জন সফল আত্মকর্মী প্যান কমনওয়েলথ ইয়ুথ সার্ভিস এ্যাওয়ার্ড এবং ৩ (তিন) জন সফল যুবসংগঠক কমনওয়েলথ ইয়ুথ সিলভার এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

(ট) সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড:

সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড স্কিম ১৯৯৭ সাল থেকে চালু করা হয়েছে। সার্ক অঞ্চলের দেশসমূহের মধ্যে যুব কার্যক্রমকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে প্রতি বছর সার্ক সচিবালয় থেকে সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড অসাধারণ কৃতিত্বের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশের ২ (দুই) জন সফল যুবসংগঠক সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের জন্য সার্ক ইয়ুথ এ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।

বগুড়া আঞ্চলিক যুব কেন্দ্র এবং কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ কোর্স সমূহ:

আচরণ ও শৃংখলা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ২. নিরীক্ষা ও অর্থ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৩. ইন্টারনেট ও ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৪. কম্পিউটার হার্ডওয়্যার এন্ড ট্রাবল স্যুটিং বিষয়ক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৫. ই-ফাইলিং বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৬. ই-ফাইলিং বিষয়ক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ৭. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ৮. কমিউনিকেটিভ ইংলিশ ল্যাংগুয়েজ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ৯. আধুনিক অফিস ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১০. বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষক প্রশিক্ষণ ১১. মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১২. বিষয় ভিত্তিক রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ ১৩. বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ ১৪. ওয়েব পোর্টাল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ১৫. ইন্টারনেট ও প্রশাসনিক কার্যক্রম বিষয়ক বিশেষ প্রশিক্ষণ।

উপসংহার

যুবসমাজ দেশের জনশক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি। বাংলাদেশের ন্যায় উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে যুবশক্তিকে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত করার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যুবদের রয়েছে অফুরন্ত প্রাণশক্তি, সৃজনশীল কর্মক্ষমতা, ক্লান্তিহীন উৎসাহ, ঝড়ের ন্যায় গতিবেগ, অদম্য কর্মস্পৃহা ও কর্মোদ্দীপনা। জাতীয় উন্নতি অনেকাংশে যুবসমাজের সঠিক ব্যবহারের উপর নির্ভরশীল। যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ইহার ভিশন ও মিশন বাস্তবায়নে নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে।

ANNUAL REPORT 2023-2024

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

Department of Youth Development

Ministry of Youth & Sports

Website - www.dyd.gov.bd